দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

রাজনৈতিক ফায়দা নয়, মানুষের পাশে আইমা

গত ২১ আগস্ট রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি উলামা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিজয়গঞ্জ জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত এই উলামা সম্মেলনে জেলার মন্দিরবাজার, ঢোলাহাট, মথুরাপুর, রায়দিঘি, কুলপি, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি জায়গা থেকে আইমাইপ্রেমী আলেমরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:7 Issue:40 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৭ মহররম ১৪৪৪ হিজরি ২৬ আগস্ট ২০২২ ৯ ভাদ্র ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

নূপুরের কায়দায় নবির অবমাননা বিজেপি বিধায়কের

- লোকদেখানো গ্রেফতার।
- পরক্ষণেই জামিন।
- উসকানির জেরে ফের গ্রেফতার।

নিজস্ব প্রতিনিধি: নূপুর শর্মার মতোই নবি মহম্মদকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির বিধায়ক। হায়দরাবাদের বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিংকে গ্রেফতারের পরই জামিন দিয়ে দেওয়া হয়। স্পষ্ট হয়ে যায় গ্রেফতার ছিল নিতান্তই লোকদেখানো।

নবির অবমাননার অভিযোগে হায়দরাবাদের বিভিন্ন থানায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় জনতা। বিধায়কের গ্রেফতারির দাবিতে থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। পুলিশ কমিশনারের অফিসের বাইরে রাস্তা অবরোধ করা হয়, বশিরবাগে ডিসিপির অফিসে চড়াও হন বিক্ষোভকারীরা। তারপরই গ্রেফতার করা হয়েছে রাজা সিংকে। গ্রেফতার হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জামিন পেয়ে যান তিনি। যদিও বিজেপি এই নেতাকে সাসপেন্ড করেছে। আদালতে বিজেপি নেতার পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত জানায়, বিজেপি বিধায়ককে গ্রেফতারের সময় অপরাধ বিধির ৪১ ধারা মানা হয়নি। আর সেই কারণেই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাজাকে সতর্কও করেছে আদালত।

জানা গিয়েছে, ইউটিউবে একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিধায়ক। ১০.২৭ মিনিটের সেই ভিডিওর টাইটেল ফারুকি কা আকা কা ইতিহাস শুনিয়ে। শ্রী রাম চ্যানেল তেলেঙ্গানায় পোস্ট করা সেই ভিডিওতে গোসামহলের বিজেপি বিধায়ক রাজা সিং কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকি ও তাঁর কমেডি শো নিয়ে অনেক কিছু বলেন। সেখানে নূপুর শর্মার সেই বিতর্কিত মন্তব্যগুলিকে পুনরায় বলতে থাকেন রাজা সিং। যা ঘিরে কয়েক মাস গোটা দেশে হিংসা-অশান্তি হয়। যে কারণে বিজেপি নূপুরকে সাসপেন্ড করে।

এই ভিডিও পোস্ট করার পর থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। এআইএমআইএম বিধায়ক আহমেদ বালালা দাবিরপুরা থানায় পৌঁছন দলবল নিয়ে। আর উউউসেখানে রাজা সিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি জানান পুলিশকে। চারমিনারের সামনেও একইরকম প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়। ভবানী নগর, মীর চক, রেইন বাজার এলাকাতেও বিক্ষোভ শুরু হয়। রাজা সিংয়ের গ্রেফতারির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। তারপর মঙ্গলবার সকালে রাজা সিংকে গ্রেফতার করা হয়।

এর আগেও একাধিকবার মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশানা করেছেন রাজা সিং। তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে বিজেপিকে। দিন কয়েক আগে কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকির শো বন্ধ না হলে আগুন লাগানোর হুমকি দিয়ে আটক হন রাজা সিং। এবার নবি অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার।

প্রতিবাদেই 'জব্দ' বিদ্বেষকারীরা

সমাজকর্মীদের ভূমিকাকে 'স্যালুট' আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিলকিস বানো গণধর্ষণ-কাণ্ডে গুজরাট সরকার দোষীদের যেভাবে মুক্তি দিয়েছে তা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রাক্তন বিচারপতি থেকে শুরু করে বিজেপির অন্দরেও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী তথা বাজপেয়ী আমলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তা কুমার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, গুজরাট সরকার বিলকিসের ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়ায় লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তিনি আবেদন করবেন যাতে ধর্ষক ও খুনীদের পুনরায় জেলে পাঠানো হয়। অন্যদিকে বিলকিস মামলায় ১৪ বছর আগে যে বিচারপতি অপরাধীদের সাজা দিয়েছিলেন সেই ইউডি সালভিও গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। বম্বে হাই কোর্টের এই প্রাক্তন বিচারপতির প্রশ্ন, যেখানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, সেখানে কীভাবে গুজরাট সরকার তাদের ছেড়ে দিতে পারে! এদিকে গুজরাটের এক বিজেপি বিধায়কের অপরাধীদের 'সংস্কারি ব্রাহ্মণ' বলার তত্ত্বকেও তুলোধোনা করেছেন সমাজকর্মীরা। বিলকিস মামলায় অপরাধীদের ছাড় দেওয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সিপিআইএম নেত্রী তথা সমাজকর্মী সুভাষিণী আলি, রেবতী লউল ও রূপরেখা ভার্মারা। আরও হাজার হাজার মানুষ বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

> *২০১৪ সালে বিজেপি সরকার দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশজুড়ে অরাজকতা শুরু হয়েছে। তারসঙ্গে চলছে চূড়ান্ত মুসলিম বিদ্বেষের মহড়া।*
>
> ----*সৈয়দ রুহুল আমিন*

খোদ কলকাতা-সহ দেশের একাধিক জায়গায় আন্দোলনে নেমেছেন নারীবাদীরা। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব জানিয়েছেন, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশজুড়ে অরাজকতা শুরু হয়েছে। তারসঙ্গে চলছে চূড়ান্ত মুসলিম বিদ্বেষের মহড়া। ফলে বিলকিসের ধর্ষকরা এদেশে নায়কের মর্যাদা পাবে এ আর নতুন কী?

এরপর ২-এর পাতায়...

সর্বহারার কান্না... *মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্তিতে রোহিঙ্গারা। শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী সমবেত হয়েছিলেন বাংলাদেশের কক্সবাজারের এক প্রার্থনাসভায়, বৃহস্পতিবার।*

ভোটাধিকার বহিরাগতদেরও !

ক্ষোভের পারদ চড়ছে ভূস্বর্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ করার পর কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা, বিধানসভার সীমানা পুনর্বিন্যাস, কাশ্মীরি জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা— কোনও কিছুই বাদ রাখেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এবার কাশ্মীরে বসবাসরত বহিরাগতদের ভোটাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। এই মর্মে জম্মু ও কাশ্মীরের যে কোনও নির্বাচনে অস্থানীয়দের ভোট দেওয়ার অধিকারের কথা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কাশ্মীরের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছে। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার অনুরোধ করেছে তারা। আগামী সেপ্টেম্বরে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফারুক আবদুল্লার বাড়িতে হয়ে যাওয়া এক আলোচনাসভা থেকে। সেখানে কাশ্মীরের স্থানীয় দলগুলোকে আহ্বান করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি, সিপিআইএমের এমওয়াই তারিগামি, জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি ভিকার রসুল ছাড়াও শিবসেনার প্রতিনিধিও।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, এবার থেকে কাশ্মীরে বসবাসকারী অস্থানীয় ভোটাররাও কাশ্মীরের ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় ২৫ লক্ষ নতুন ভোটার নির্বাচক তালিকায় ঠাঁই পেতে চলেছে। এর একটা বড় অংশই বিজেপির সমর্থক বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। অর্থাৎ ভূস্বর্গে ভোটের ফায়দা তুলতে বহিরাগতরাই বিজেপির বড় ভরসা বলে মনে করছেন তাঁরা।

এরপর ২-এর পাতায়...

এক ঝলকে

আমেরিকার পথে কিশোরী

উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা অংশিকা পটেল আমাদের সবার রোল মডেল। কঠোর পরিশ্রমেই যে মানুষ সাফল্য অর্জনে সফল হন তার সেরা উদাহারণ অংশিকা। জৌনপুর জেলার পাকরি গোদাম গ্রামের ১৮ বছর বয়সি অংশিকা ১০০ শতাংশ স্কলারশিপ নিয়েই পাড়ি জমাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের লি ইউনিভার্সিটিতে । সেখানেই তিনি অর্থনীতির সঙ্গে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করবেন।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মহাপ্রলয় ধেয়ে আসছে পৃথিবীতে

তবে কি পৃথিবী ধ্বংসের মুখে! আবারও মহাপ্রলয় ধেয়ে আসছে পৃথিবীতে। এবারও মহাপ্রলয়ের উৎস সেই মহাসমুদ্র, নদী বা হ্রদ। মোট কথা, সেই জলরাশি উত্তাল হয়েই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীকে। ৪০০ কোটির বছরে পৃথিবীতে বহুবার প্রলয় হয়েছে। এবার মহাপ্রলয়ের মূলে রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে শুধু সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে না। সহস্র ব্যাক্টেরিয়া ও বিষাক্ত শৈবাল বাড়ছে দ্রুত গতিতে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

স্থায়ী শান্তি চায় পাকিস্তান

ভারতের সঙ্গে 'স্থায়ী শান্তি' চায় পাকিস্তান! পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন যে পাকিস্তান আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি সমাধান চায় কারণ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধ কোন দেশের কাছেই বিকল্প হতে পারে না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলার সময় শেহবাজ শরিফ জানান, এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি জাতিসংঘের রেজুলেশন অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান এই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

ত্রিপুরায় কি ২০১৮-র দশা হবে তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচন দুয়ারে কড়া নাড়ছে। এই নির্বাচনেই ত্রিপুরায় বিজেপি শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে হঠাৎ তৃণমূলে সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে। যার ফলে রাজ্য সভাপতিকেই বরখাস্ত করতে হয়েছে তৃণমূলকে। এই অবস্থায় ২০১৮-র পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

এভাবে ২০১৮ সালেও তৃণমূলের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরায়। প্রায় গোটা তৃণমূল ইউনিটই সেবার যোগ দিয়েছিল বিজেপিতে। নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে মাত্র ২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের অভিমত, ২০২৩-এ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের সেই একইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রত্যেকবার কংগ্রেসকে ভেঙে ইউনিট গড়ে তৃণমূল আর সেই তৃণমূল মিশে যায় বিজেপিতে। এর ফলে বিজেপি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর বিরোধী দলগুলি ছিটকে যায় লড়াই থেকে। সৌজন্যে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি অপসারণের পর থেকেই এবারও জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলে শেষের শুরুর বার্তা শোনা যাচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত।

তৃণমূল সরিয়ে দিল ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতিকেই!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিধানসভা নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূলে এল বিরাট পরিবর্তন। খোদ রাজ্য সভাপতিকেই সরিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরায় রাজ্য সভাপতি পদ থেকে অপসৃত হলেন সুবল ভৌমিক। চার মাস যেতে না যেতেই তৃণমূলের রাজ্য সভাপতিকে সরিয়ে দিতে হল।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়...

২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে গোটা তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দিয়েছিল বিজেপিতে। মুকুল রায়ের হাত ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা তৃণমূলের কোনও অস্তিত্বই প্রায় ছিল না তারপর। অথচ মুকুল রায় কংগ্রেসকে ভেঙে তৃণমূলকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বাংলায় মুকুল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখালেন। আর সুদীপ রায় বর্মনরা যোগ দিলেন ত্রিপুরা বিজেপিতে। সুদীপ রায় বর্মনদের শক্তিকে পাথেয় করে ত্রিপুরায় পরিবর্তনের লড়াই শুরু করেছিল বিজেপি। তারপর বামেদের ২৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। উত্থান হয় বিজেপির। এবার বিজেপির সেই সরকারকে উৎখাত করতে ফের সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল তৃণমূল। ফের কংগ্রেসকে ভেঙে তাঁরা দল তৈরি করেছিল ত্রিপুরায়। চার মাস আগেই তৈরি হয়েছিল তৃণমূলের ত্রিপুরা ইউনিট। কিন্তু সেখানেও থাবা বসাতে চলেছে বিজেপি।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এরপর ২-এর পাতায়...

কংগ্রেসে এবার 'অ-গান্ধী' সভাপতি!

রাহুল নতুন পথের দিশারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেস কামব্যাকের লড়াই আসন্ন। তার আগে নেতৃত্ব সমস্যায় জেরবার দেশের প্রাচীনতম এই রাজনৈতিক দল। রাহুল গান্ধীকে কংগ্রেস একাংশ ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সেইমতো আগেভাগে দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাহুল ২০১৯-এর ব্যর্থতায় দায় নিজের মাথায় নিয়ে যে সরে গিয়েছেন, আর ফিরতে নারাজ।

রাহুল এখন চাইছেন দলের নেতৃত্ব নতুন কারও হাতে অর্পণ করতে। এই পরিবর্তনই কামব্যাকের নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। তাই রাহুল গান্ধী তিন বছর আগে থেকেই বলে আসছেন অ-গান্ধী কাউকে কংগ্রেস সভাপতি করতে। কিন্তু তিন বছর ধরে কোনও সভাপতি খুঁজে পায়নি নেতৃত্ব। বাধ্য হয়ে সোনিয়া গান্ধীই অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন যখন আসন্ন, তখনও রাহুল গান্ধী এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নারাজ। সূত্রের খবর, কংগ্রেস অ-গান্ধী কাউকে এবার নির্বাচিত করতে পারে দলের সভাপতি হিসেবে। কংগ্রেস ২০ অগাস্ট পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। রাহুল গান্ধী এখনও অনড় অ-গান্ধীকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে। এমনকী তিনি চান না তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মনোনয়ন দাখিল করেন সভাপতির পদে।

সোনিয়া গান্ধীও চান না তাঁর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার মধ্যেও এই পদে থাকতে। কারণ তিনি তাঁর শারীরিক সমস্যার কারণে দলকে সেভাবে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। সোনিয়া গান্ধীর জায়গায় রাহুল গান্ধী ছিলেন অটোমেটিক চয়েস। কিন্তু তিনি চান না এই পদে পুনরায় বসতে। তিনি চান, অ-গান্ধী কেউ হন কংগ্রেসের সভাপতি।

এরপর ২-এর পাতায়...

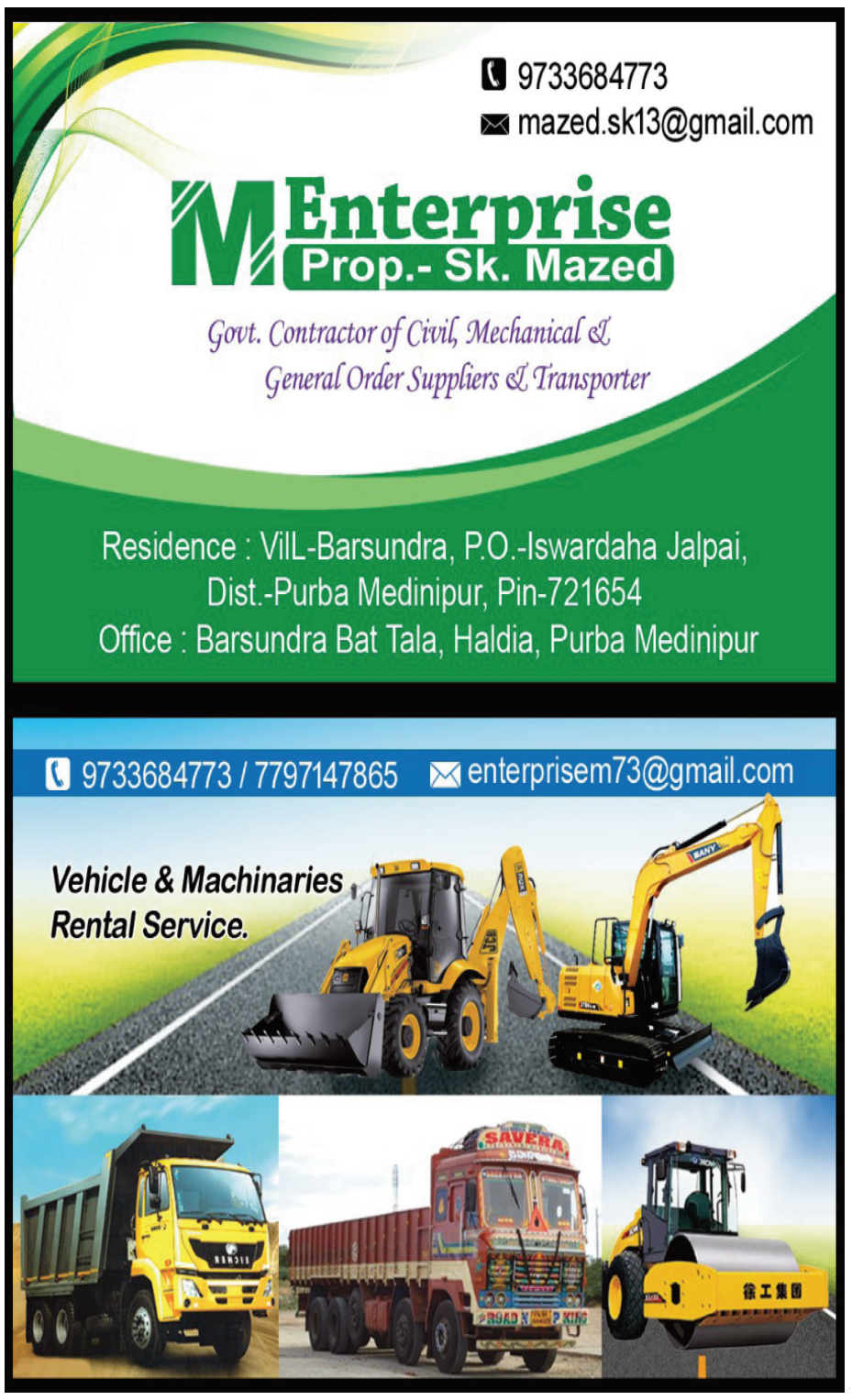

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

ভারতীয় ছাত্রদের ভিসা দেওয়ার ঘোষণা চিনের

বেজিং: দীর্ঘ দু'বছর পর ভারতীয় ছাত্রদের ভিসা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে চিন সরকার। কঠোর করোনা বিধির কারণে স্টুডেন্ট ভিসার পাশাপাশি ভারতীয়দের বাণিজ্যিক ভিসা নিয়েও একাধিক বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল। চিনের বিদেশমন্ত্রকের এশিয়া বিষয়ক বিভাগের কাউন্সেলর জি রং টুইট করে জানিয়েছেন, ''ভারতীয় ছাত্রদের আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের ধৈর্য সার্থক হয়েছে। আমি সত্যিই আপনাদের উত্তেজনা ও আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। চিনে আপনাদের স্বাগত।'' টুইটে নয়া দিল্লির চিনা দূতবাসকে উদ্ধৃত করে ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও চিনে কর্মরত পরিবারদের পুনরায় ভিসা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন রং।

ঘোষণা অনুযায়ী যেসব ছাত্ররা চিনে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পড়াশুনো করতে চান, তাদের এক্স-১ ভিসা দেওয়া হবে। নতুন করে যাঁরা চিনে গিয়ে পড়াশুনো শুরু করতে চান, অথবা নিজের ফেলে আসা পড়াশুনো শেষ করতে চান, তাদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য। করোনা বিধির কারণে ভিসা কঠোর নিয়মে প্রায় চিনে পাঠরত ২৩ হাজারের বেশি ডাক্তারি পড়ুয়া এতদিন ফিরে যেতে পারছিলেন না। যেসব পড়ুয়ারা চিনে ফিরে যেতে চান, ভারতের তরফে তাদের তালিকা চিনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বিগত কয়েক সপ্তাহে শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া ও পাকিস্তান থেকে পড়ুয়ারা চাটার্ড বিমানে চিনে পৌঁছেছেন।সোমবার, দিল্লির চিনা দূতাবাসের ওয়েবসাইটেও ভিসা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে করোনা বিধির কারণে ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত ছিল, তা আবার চালু করা হচ্ছে। ফলে নতুন ও পুরনো সকল ছাত্রছাত্রীরাই সেদেশে যেতে পারবেন। তবে ভিসা পেতে হলে নতুন ছাত্রছাত্রীদের চিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল অ্যাডমিশন লেটার জমা দিতে হবে। অন্যদিকে পুরনো ছাত্রছাত্রীদের চিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জারি করা 'সার্টিফিকেট অব রিটার্নিং টু ক্যাম্পাস' জমা দিতে হবে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পুরনো ১ হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছাত্রছাত্রী চিনে ফিরে গিয়ে নিজের পড়াশুনো শেষ করতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সার্টিফিকেট পেলেই তার ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। আরও একটি সমস্যা ছিল, দুই দেশের মধ্যে সরাসরি কোনও বিমান ছিল না। সম্প্রতি চাটার্ড বিমানে এক ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবার চিনা শহর হ্যাংজুতে অবতরণ করেছেন। উল্লেখ্য, জুলাই মাসে চিনে কর্মরত ভারতীয়দের পরিবারকে সেদেশে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিল বেজিং। ঘুরপথে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে তাদের সেদেশে ফিরে আসতে হয়েছিল।

প্রবল খরায় শুকিয়ে গিয়েছে ইয়াংসি নদী

খরা-তাপপ্রবাহে জেরবার চিন

বেজিং: প্রবল তাপপ্রবাহ এবং খরায় জেরবার চিন। সেখানে প্রবল দাবদাহ এবং বৃষ্টিপাতের অভাবে অধিকাংশ নদীই শুকিয়ে যেতে বসেছে। পরিস্থিতি এমনই যে, দেশের অন্যতম দীর্ঘ নদী ইয়াংসি বিভিন্ন স্থানে শুকিয়ে যেতে বসেছে। যার জেরে দেশের বিভিন্ন স্থানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। জলশক্তির দ্বারা চালিত সংস্থাগুলিকে আপাতত তাদের কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে খরার জন্য দেশ জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়। খরায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। আবহাওয়া দফতরের তরফেও পরিস্থিতি বদলের কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তারা জানিয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর মাস অবধি দেশে খরা পরিস্থিতি চলবে।

রবিবারই চিনের সিচুয়ান প্রদেশের সরকার জানিয়েছে, সেখানকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাধারের জলস্তর প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই প্রতি গ্রীষ্মে চিনে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চিন বিদ্যুতের জন্য অনেকাংশেই জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত খরার কারণে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিচুয়ানের শতাধিক কারখানায় নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি। চিনের একটি সংবাদপত্র দাবি করেছে, টেসলা, ফ্যাক্সকনের মতো সংস্থাগুলি উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। প্রবল দাবদাহে চিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হবে বলে আশঙ্কা করছে সে দেশের শিল্পমহল।

গাধার গাড়িতে চড়ে পারাপার। সুদানের জাজিরা রাজ্যে আল-মানাগিল এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ।

যুদ্ধ কোনও বিকল্প নয়

ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি চায় পাকিস্তান

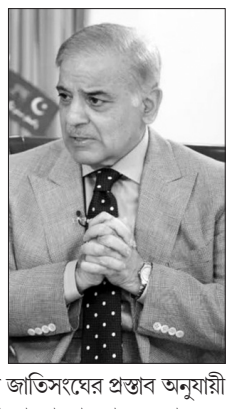

ইসলামাবাদ: ভারতের সঙ্গে 'স্থায়ী শান্তি' চায় পাকিস্তান! পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন যে পাকিস্তান আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি সমাধান চায় কারণ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধ কোন দেশের কাছেই বিকল্প হতে পারে না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলার সময় শেহবাজ শরিফ জানান, এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি জাতিসংঘের রেজুলেশন অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সঙ্গে যুক্ত।

''পাকিস্তান এই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি চাই কারণ যুদ্ধ কোনও দেশের জন্যই বিকল্প নয়?'' বলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীর ইস্যু এবং পাকিস্তানের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক প্রায়ই উত্তেজনাপূর্ণ। ভারত বারবার পাকিস্তানকে জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর চিরকালই এই দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। ভারত জানিয়েছে সন্ত্রাস, শত্রুতা ও হিংসামুক্ত পরিবেশে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রতিবেশীর সম্পর্ক চায় দেশ।

শেহবাজ শরিফ জানান, ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লির মধ্যে বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং জনগণের অবস্থার উন্নতিতে প্রতিযোগিতা থাকা উচিত। তিনি জানান, পাকিস্তান আগ্রাসী ছিল না, তবে পাক পারমাণবিক সম্পদ এবং প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রতিরোধমূলক মনোভাব রাখে। তিনি জানান, ইসলামাবাদ আগ্রাসনের জন্য নয় বরং তাঁদের সীমান্ত রক্ষার জন্যই সামরিক বাহিনী ব্যয় করে।

নতুন করে ইউক্রেন আক্রমণের ছক রাশিয়ার

মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর দাবি

ওয়াশিংটন: প্রায় ছ'মাসেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। এখনও অবধি এই যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। এই আবহে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কাছে নতুন তথ্য এসেছে। সোমবার মার্কিন গোয়েন্দাদের তরফে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের অসামরিক বিভিন্ন কাঠামো এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার ওপর নতুন করে হামলা করতে পারে রাশিয়া। মার্কিন গোয়েন্দা আধিকারিক জানিয়েছেন, ''আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, আগামী দিনে ইউক্রেনের বিভিন্ন অবকাঠামো এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধার ওপর নতুন করে আক্রমণ করতে পারে রাশিয়া। রাশিয়ার অতীত অবস্থানের কথা ভেবে আমরা ইউক্রেনের নাগরিক এবং বিভিন্ন নাগরিক অবকাঠামো নিয়ে চিন্তিত।''

অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই সম্প্রতি অতি-জাতীয়তাবাদী রাশিয়ান মতাদর্শে বিশ্বাসী আলেকজান্ডার ডুগিনের কন্যা দারিয়া ডুগিনাকে হত্যার ঘটনা ঘটছে। শনিবার সন্ধেবেলা মস্কোতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ডুগিনা। সেখানে তাঁরা বাবা আলেকজান্ডারও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান থেকে বিলাসবহুল ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িতে ফেরার সময়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ডুগিনার। বিস্ফোরণের সময় নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন ডুগিনা এই ঘটনায় সরাসরি ইউক্রেনের দিকে আঙুল তুলেছে রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস। তাদের দাবি এক ইউক্রেনীয় মহিলা এই বিস্ফোরণের ঘটনার পিছনে দায়ী। জুলাই মাস থেকে ডুগিনাকে হত্যা করার জন্য তাঁর ওপর নজর রাখা ছিলেন ওই মহিলা, এমনটাই জানিয়েছে রাশিয়ান এজেন্সি। যদি এই ঘটনার পিছনে নিজেদের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে ইউক্রেন। অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। দীর্ঘ ছ'মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও অবধি ইউরোপের এই প্রতিবেশী দুই দেশের যুদ্ধ চলেছে। একাধিকবার দুই দেশের শীর্ষস্তরের মধ্য আলোচনা হলেও এখন কোনও ইতিবাচক সমাধানসূত্রে বের হয়নি। আগামী দিনে এই যুদ্ধ পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

বিবিধ

ট্রাম্পের 'ঘাতক' উপহারে দ্বিধা দিল্লির

বিশেষ প্রতিনিধি: পাঁচ বছর আগে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে 'বড় উপহার' দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা থেকে সেই হানাদার প্রিডেটর ড্রোন কেনার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি নয়াদিল্লি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সামরিক উৎপাদনক্ষেত্রে ভারতকে 'আত্মনির্ভর' করে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্লোগানই ট্রাম্পের 'ঘাতক' উপহার আমদানির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

তালিবান প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মহম্মদ ওমর থেকে আল কায়দা প্রধান আয়মান আর জাওয়াহিরি— গত দু'দশকে আমেরিকার প্রিডেটর ড্রোনের 'শিকারে'র তালিকায় এমন অনেকেই রয়েছেন। জেনারেল অ্যাটোমিক্স-এর তৈরি এই ড্রোনের পোশাকি নাম এমকিউ-৯বি। ২০১৭ সালে সেই ড্রোন ভারতকে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। মোট ৩০টি প্রিডেটর 'এমকিউ-৯বি'-র 'সি গার্ডিয়ান' এবং 'স্কাই গার্ডিয়ান' সংস্করণ কেনার বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ৫০ হাজার ফুট উচ্চতায় ২৭ ঘণ্টা ধরে একটানা ওড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিডেটর ড্রোন হাতে এলে ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনার পক্ষে বিনা ঝুঁকিতেই বালাকোটের মতো অভিযান চালানো সম্ভব হবে বলে সামরিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা। সূত্রের খবর, ১৭০০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে নিখুঁত নিশানায় আঘাত হানতে সক্ষম এই ড্রোন পেতে উৎসাহী ছিল ভারতীয় সেনাও। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ভারতকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গত বছর ১০১টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই তালিকায় রয়েছে বিদেশে তৈরি ড্রোনও।

জেলায় 'স্ক্রাব টাইফাস'-এর থাবা হাসপাতালে ভর্তি ৪ শিশু

বিশেষ প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর করোনার পর এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল স্ক্রাব টাইফাস। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই রোগ দেখা দিয়েছে। কোলাঘাটের একটি বেসরকারি শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রে বর্তমানে ৪ জন শিশু স্ক্রাব টাইফাস আক্রান্ত হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে তারা। মূলত শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে স্ক্রাব টাইফাস থেকে রেহাই নেই বড়দেরও। কোলাঘাটের একটি শিশু চিকিৎসকের কাছে প্রায় এক মাসে ২০ জনের উপর শিশু স্ক্রাব টাইফাস আক্রান্ত এসেছে।

চিকিৎসকরা জানান, ''স্ক্রাব টাইফাস মূলত পোকার কামড়ে হওয়া একটি রোগ। এই রোগের জন্য দায়ী 'ট্রম্বিকুলিড মাইট' নামক এক ধরনের পোকা। পোকার কামড়ের পর থেকে চার পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর জ্বর-সহ নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এই রোগের প্রকোপ বাড়ে বর্ষাকালে। বর্ষায় যেহেতু গাছপালা, ঝোপঝাড়ের সংখ্যাটা বেড়ে যায়; তাই স্ক্রাব টাইফাসের ঝুঁকিও তৈরি হয়। স্ক্রাব টাইফাসের রোগের লক্ষণ হল তীব্র জ্বর, সারা শরীরে ব্যথা, যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব-সহ একাধিক উপসর্গ দেখা দেয়। এছাড়াও আক্রান্তের শরীরে যেখানে পোকা কামড়ায় সেখানে সিগারেটের আগুনে পোড়ার মতো গোল দাগ দেখা যায়।

বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক বিভাস রায় জানান, ''স্ক্রাব টাইফাস আক্রান্ত হওয়ার থেকে সহজেই বাঁচা যায়। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। রাতে মশারি ছাড়া ঘুমানো একদমই উচিত না। এছাড়াও ছোটদের সব সময় ফুলহাতা জামা-প্যান্ট পরাতে হবে।''

বাড়ছে সুবর্ণরেখার জলস্তর, ঝাড়গ্রামে প্লাবনের আশঙ্কা

ঝাড়খণ্ডের গালুডি থেকে সুবর্ণরেখা নদীতে গালুডি ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ায় সুবর্ণরেখা নদীতে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। গালুডি ব্যারাজ থেকে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। জেলাশাসক এবং গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই তাঁরা এলাকাবাসীদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করছেন এবং সতর্ক রয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ঘন্টায় ঘন্টায় সুবর্ণরেখা নদীতে জলস্তর বাড়বে। তাই নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজনদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। সেই সঙ্গে পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করেছে প্রশাসন। একটানা দুদিন বৃষ্টির ফলে সুবর্ণরেখা নদীতে জল বাড়তে শুরু করেছিল। ঝাড়খণ্ডের গালুডি ব্যারেজ থেকে ৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ায় সেই জল আরও বাড়তে শুরু করেছে। এছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলার ডুলুং নদীতে জল বাড়ায় জামবনি এবং বেলিয়াবেড়া থানার এলাকার নীচু এলাকাগুলিতে জল জমতে শুরু করেছে।

ঝাড়গ্রামের সঙ্গে জামবনি ব্লকের গিধনির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। চিল্কিগড় চাথালের ডুলুং নদীর জল প্রবল স্রোতে বয়ে যাওয়ায় সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। অপরদিকে তারা ফেনি নদীতে জল বাড়ায় ঝাড়গ্রামের সাথে বাঁকুড়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া রোডে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে ।

ত্রিপুরায় কি ২০১৮-র দশা হবে তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর...

সুবল ভৌমিক চার মাস যেতে না যেতেই তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি পদ থেকে অপসৃত হলেন। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্য সভাপতি বনে গিয়েছিলেন। তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা ও সংযোগের প্রশ্নে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। সুবল ভৌমিক বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, সেই সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তা বুঝতে পেরেই তৃণমূল আগেভাগে তাঁকে সরিয়ে দিল রাজ্য সভাপতির পদ থেকে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নইলে একজন রাজ্য সভাপতির অন্য দলে যোগ দেওয়া পার্টির পক্ষে খুবই খারাপ বার্তা যেত। ২০১৮-য় সুদীপ রায় বর্মন রাজ্য তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। ছিলেন বিরোধী দলনেতাও। তিনি ৬ বিধায়ক-সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে বিজেপিতে ভিড়ে যান। তৃণমূলের সব জারিজুরি শেষ হয়ে যায় সেখানেই।

এখন প্রশ্ন, এবারও কি সেই একই ছবি দেখা যাবে? তৃণমূল কি শক্তি হারিয়ে ফেলবে ত্রিপুরায়? রাজনৈতিক মহলের খবর, সুবল ভৌমিক ২৭ অগাস্ট বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তবে তিনি তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে পারবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। তাঁর অনুগামী কতজন রয়েছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা সুবল ভৌমিক আর যাই হোক সুদীপ রায় বর্মন নন। তারপর বিজেপি ভাঙানোর খেলা খেললেও, ত্রিপুরায় নিজেরা খুব স্বস্তিতে নেই। বিজেপিতে রয়েছে সাংঘাতিক চোরাস্রোত। ২০২১-এর পুরসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় বাম ও কংগ্রেসকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেও, সম্প্রতি চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। রাজ্যে ঘাসফুল ফুটতে না ফুটতেই তৃণমূলে শুরু হয়েছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। রাজ্য সভাপতি সুবল ভৌমিকের বিরুদ্ধে তোপ দেগেই তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেস যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বাপ্টু চক্রবর্তী। সম্প্রতি তৃণমূলেও ভাঙন ধরতে শুরু হয়েছিল। তৃণমূলের ভবিষ্যৎ প্রশ্নেই দলে ভাঙন রেখা স্পষ্ট হচ্ছিল। এখন দেখার দল পরিচালনার অন্তর্বর্তী দায়িত্ব নিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুস্মিতা দেবরা কীভাবে সামলান তৃণমূলের ভাঙন সম্ভাবনাকে।

প্রতিবাদেই 'জব্দ'

প্রথম পাতার পর...

তিনি প্রশ্ন তোলেন, গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা কি মোদী-শাহরা জানেন না? আসলে তাঁরাও চান মুসলিমদের হত্যাকারী ও ধর্ষকরা মুক্তি পাক, কটাক্ষ আইমা সুপ্রিমোর। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পয়গম্বর মহম্মদ সা.-এর বিরুদ্ধে করা প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বক্তব্যকে সমর্থন করে বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে তেলেঙ্গানার বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং। নূপুর শর্মা যে অপরাধ করেছে তার তো কোনও শাস্তি হলই না, উল্টে প্রতিনিয়ত তার বক্তব্যকে সমর্থন করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে একদল হিন্দুত্ববাদী। ভাইজানের বক্তব্য, এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা জন্মাবে কী করে?

প্রসঙ্গত একটি ভিডিও তৈরি করে নবি সা. নিয়ে নূপুর শর্মার বক্তব্যে সমর্থন করতে দেখা যায় টি রাজা সিংকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র হায়দরাবাদ জুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও পরে পুলিশ ওই বিজেপি বিধায়ককে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরেও প্রকাশ্যে নূপুর শর্মার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। যা নিয়েও তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। ফলে দেশজুড়ে যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হচ্ছে তা নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, অধিকারকর্মীরা। এখানেই আশার আলো দেখছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন। তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''এভাবে সবাই এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে অন্যায়কারীরা ভয় পাবেই।'' আর এই ভয়ই তাদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতবে বলে অভিমত ভাইজানের।

ভোটাধিকার বহিরাগতদেরও!

প্রথম পাতার পর...

পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের অভিযোগ, জনবিন্যাস এবং রাজ্যের স্বকীয় পরিচয় নষ্ট করে দিতেই এরকম ভয়ংকর খেলা খেলছে বিজেপি। ক্ষোভে ফুঁসছে কাশ্মীরের আমজনতাও। তাঁদের অভিযোগ, এর আগেও বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে কাশ্মীরি জনগণের সঙ্গে। বেছে বেছে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়েছে যাতে মুসলিম প্রভাব খর্ব করা যায়। তাছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করার পর কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চল দু'টির জন্য নয়া 'ডোমিসাইল' আইন প্রণয়ন করেছে কেন্দ্র। যার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুটা হলেও লাভবান হয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি আর একটা বিষয়ও নজরে রয়েছে তাদের। কাশ্মীর বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি কাশ্মীরের স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে। বিজেপি এটাই চায়। ইতিমধ্যেই যার নমুনা দেখা গিয়েছে সেখানে। পিপলস কনফেরেন্স দলের নেতা সাজ্জাদ লোন ও আপনি পার্টির আলতাফ বুখারি ফারুক আবদুল্লার ডাকা বৈঠকে যোগ দেননি। লোন তো বলেই দিয়েছেন, ''এই বৈঠক আসলে নাম্বার বাড়ানোর খেলা। তাই আমি যাইনি। এরা একে অপরকে গালাগাল করে আর এখন দেখানো হচ্ছে সব ঠিক আছে। মেহবুবা মুফতিরা আসলে হারানো জমি ফেরত পাওয়ার চেষ্টায় এই বৈঠকের ডাক দিয়েছেন।'' তিনি বহিরাগতদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে অনশন করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।

এদিকে চিরাচরিত নিয়মেই পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে আবার গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে। উপত্যকায় 'অশান্তি ছড়ানো'র আশঙ্কায় এর আগেও বহুবার কাশ্মীরের মূলধারার রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের গৃহবন্দি করে রাখার দাওয়াই প্রয়োগ করে এসেছে কেন্দ্র সরকার। মুফতির গৃহবন্দি দশা সেই প্রক্রিয়ারই অংশ বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। সব মিলিয়ে এই ইস্যুতে এখন সরগরম উপত্যকার রাজনীতি।

কংগ্রেসে এবার 'অ-গান্ধী' সভাপতি!

প্রথম পাতার পর...

তাঁর বিচারে সেটা হলেই ভালো হবে কংগ্রেসের। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের অপেক্ষা। তারপরই সভাপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে যাবে। এবং কর্তৃপক্ষ তা জানিয়ে দেবে। সূত্র জানিয়েছে, প্রক্রিয়াটি আটকে আছে রাহুল গান্ধীর কারণেই। কারণ তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নন। যদিও তাঁকে বোঝানোর প্রচেষ্টা এখনও চলে যাচ্ছে। প্রায় সমস্ত প্রচেষ্টার পরও তিনি রাজি নন কংগ্রেসের ওই হট-সিটে বসতে।

কংগ্রেসের একটা বড় অংশ চাইছে, রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি হন। তাঁদের দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নাম। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই রাহুল গান্ধী রাজি নন। এই অবস্থায় আর একটি বিকল্প হল দলীয় ঐক্যের স্বার্থে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধীই এই দায়িত্বে থাকুন। কিন্তু তাতে কংগ্রেসে নতুন জোয়ার আসবে না বলে মনে করছে নেতৃত্বের একাংশ। এই অবস্থায় দল আগে সহমত হওয়ার চেষ্টা করছে একটা নামে। অশোক গেহলট, মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল, কুমারী শৈলজা বা মুকুল ওয়াজনিকের মধ্যে কারও নামে একমত হতে পারে কংগ্রেস। তারপরই তাঁরা নির্বাচনের রাস্তায় হাঁটবে। বিকল্প একটি নামে সহমত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস নির্বাচনের সাহসও করছে না।

এদিকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হবে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। ১৪৮ দিনের পদযাত্রা শেষ হবে কাশ্মীরে। পাঁচ মাস ব্যাপী এই 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় ৩৫০০ কিলোমিটার অতিক্রম করবেন কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা। ১২টিরও বেশি রাজ্যকে কভার করবে এই অভিযান। প্রতিদিন ২৫ কিলোমিটার অতিক্রম করবে এই 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। এই 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় পদযাত্রা, সমাবেশ ও জনসভা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সেখানে সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ কংগ্রেসের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থাকবেন। এখন দেখার 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র আগে কংগ্রেস নতুন সভাপতি পায় কি না।

রাজনৈতিক ফায়দা নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই উদ্দেশ্য

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আইমার উলামা সম্মেলনে রুহুল আমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২১ আগস্ট রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি উলামা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিজয়গঞ্জ জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত এই উলামা সম্মেলনে জেলার মন্দিরবাজার, ঢোলাহাট, মথুরাপুর, রায়দিঘি, কুলপি, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি জায়গা থেকে আইমাইপ্রেমী আলেমরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা আইমার অবজার্ভার হাপিজুল খান, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মারজেন হোসেন, আইমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম নেতৃত্ব মৌলানা আবদুল কাদের, জুম্মন জাফরি, সেলিম যাদব-সহ অনান্য নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সেখ কুতুব, আসিক খান, সেখ আবদুল রফিক (রকি), সামাদ সেখ, সাদ্দাম আলি খান-রা।

গুরুত্বপূর্ণ এই উলামা সম্মেলনে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। কেন এই উলামা সম্মেলন? পরিষ্কারভাবে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন তাঁরা। মুসলিম সমাজে আলেমদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদেরকে নেতা বলে মনে করা হয়। ফলে জনমানসে তাঁদের কথার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। সেই বিষয়টাকে ধরে উলামাদের মাধ্যমে আইমা মানুষের আরও কাছে পৌঁছতে চায় বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধু পৌঁছে যাওয়া নয়, সাধ্যমতো অর্থ, শ্রম, বুদ্ধি দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে জানান তাঁরা। পাশাপাশি স্বাধীনতার যুদ্ধে লক্ষ উলামা দেশের জন্য যেভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন সেই ইতিহাস মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

বর্তমানে দেশের বিজেপি সরকার ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার নোংরা খেলায় নেমেছে। তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন উপস্থিত উলামাবৃন্দ। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এদিনের সম্মেলনের প্রধান অতিথি সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার উদ্দেশ্য যদি আমার থাকত তবে অনেক আগেই সে সুযোগ আমার কাছে এসেছিল। এমনকী এখনও রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা করলে অর্থ কামানোর সুযোগ আমার কাছে আছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। আইমার মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আমি এটুকু বুঝেছি যে, এই কওম সব দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। তারা তাদের অধিকার আদায়ের দাবিটুকুও ভুলতে বসেছে। এই অবস্থায় আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই আমরা মানুষের অধিকার আদায়ের পথে নেমেছি।''

মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ এখনও উলমা সম্প্রদায়ের ওপর আস্থাশীল। তারা তাঁদের বিশ্বাস করে। কিন্তু উলামা সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজ তাঁদের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে এসেছেন। একজন আলেম সাধারণ মানুষের মতো ভাবতে পারেন না। কারণ তাঁর মধ্যে দ্বীনি শিক্ষা আছে। ফলে তিনি তাঁর দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। একজন আলেমের ভূমিকা হওয়া উচিত তাঁর দ্বীনের শিক্ষা অনুযায়ী এগিয়ে চলা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তাঁকে দেখেই সাধারণ মানুষও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস পাবে। অভিমত আইমা সুপ্রিমোর। সেইসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, ''এখন রাজনীতির লোকেরা আমাদের ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে। আসতে আসতে তারা আমাদের একটা গণ্ডির মধ্যে বন্দি করে ফেলছে। অথচ আমরা কথা বলার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছি। আর এই ফাঁকে একটু একটু করে আমাদের বেনাগরিক করার উদ্দেশ্য সফল করছে তারা।''

'দশের লাঠি একের বোঝা' বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। সেই দশের লাঠিকে আলাদা করে মানুষকে দুর্বল করা হচ্ছে। কেন্দ্রের ক্ষমতায় যারা আছে, তারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা জারি রেখেছে। এই অবস্থায় মুসলিম সমাজের উলামাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করলেন আইমা সম্পাদক। পাশাপাশি তিনি আইমা নিয়ে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকেও ভাবতে অনুরোধ করেন। আইমা যে ব্যক্তিস্বার্থে বিশ্বাসী নয়, সে কথাও তুলে ধরেন ভাইজান। তাই আইমাকে জেনেবুঝে তবেই এই সংগঠনে নাম লেখানোর জন্য আহ্বান করেন উপস্থিত ব্যক্তিত্বদের। এদিনের সম্মেলনে সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন মারজেন হোসেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে সাদ্দাম আলি খান প্রমুখ।

আইমার উদ্যোগে দীর্ঘ বিবাদের নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানুষে মানুষে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার কথা পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন। প্রিয়নবি সা. নিজেও বহু বিবাদের নিষ্পত্তি করেছেন। ইসলামের এই মহান ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর পাঁচটা সামাজিক কর্মের মতোই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করে দিতে অনেকেই আইমার শরণাপন্ন হন। আইমা নেতৃত্বও এইসব ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এবার তেমনই একটি ঘটনার সাক্ষী থাকলেন মানুষ। দীর্ঘ ৯ বছরের বিবাদ মিটিয়ে আইমা নেতৃত্ব এখন মানুষের চোখে হিরো। আর্থিক লেনদেনের বিষয়কে

কেন্দ্র করে টানা ৯ বছর ধরে দুই পক্ষের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। এই খবর কানে যেতেই আইমার প্রতিনিধিরা উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। অবশেষে তাঁদের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিনের বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার নিমতলা আইমা অফিসে এই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়ায় উভয় পক্ষই খুশি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হেড কোয়ার্টারে আইমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমের আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ আগস্ট শনিবার পাঁশকুড়া ব্লকে নতুন তৈরি হওয়া আইমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনাসভা সম্পন্ন হল সংগঠনের হেড কোয়ার্টার প্রতাপপুর দরবার শরিফে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সোশ্যাল মিডিয়া টিমের কাজ কী, বিস্তারিতভাবে তা ব্যাখ্যা করেন এই টিমের অ্যাডমিনরা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এখন সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া গতি নেই। তার ওপর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজের পরিধি দিনকেদিন যেভাবে বাড়ছে তাতে করে সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্যদের দায়িত্বও বেড়ে চলেছে সমান তালে। কারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে সহজলভ্য পন্থা হল সোশ্যাল মিডিয়া। ফলে যাঁরা এই মিডিয়া হ্যান্ডেল করেন তাঁদের সবসময় সক্রিয় থেকে কাজ করতে হয়।

এদিনের আলোচনাসভা থেকে এসব কথাই উঠে আসে।

এদিকে আইমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমের জন্য সুসংবাদ শোনালেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর উপস্থিতিতে আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলায় আইমা সোশ্যাল মিডিয়ার একটি বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। ওইদিন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের আইটি সেল পুনর্গঠিত হবে। সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মিডিয়া সেলের সদস্যদের বাসযোগে পাঁশকুড়া থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া হবে। প্রোগ্রাম শেষে থাকবে ঘোরাঘুরির ব্যবস্থাও। তারপর আবার বাসে করেই ফিরিয়ে আনা হবে সকলকে। ইতিমধ্যেই আইমার পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামীদিনে, অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই সম্ভবত ভোটের ময়দানে নামতে চলেছে আইমা। রাজনীতিতে আইমার এই পদক্ষেপ জনমনে বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলেই ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

ফলে রাজনীতির ময়দানের এই লড়াইতে সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বা আইটি সেলের কার্যকলাপ বর্তমানে ভোটের রাজনীতিতে একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে আইমা সোশ্যাল মিডিয়া টিম। এখন দেখার, তাদের কার্যকলাপ কতটা প্রভাব ফেলে জনমানসে।

চকশ্রীরাধায় আইমার নতুন ইউনিটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ব্যস্ততা বাড়ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ইউনিটে। এমনকী পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নতুন ইউনিট গঠনের সংখ্যাও। কারণ সংগঠন যত মজবুত হবে দল ততই শক্তিশালী হবে। এই বাস্তবকে অনুধাবন করে বুথস্তর থেকেই সংগঠন তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন আইমা কর্মীরা। সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের অন্তর্গত চকশ্রীরাধায় আইমার একটি নতুন ইউনিট গঠিত হল। ইউনিট গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সদস্য সেখ হারুন,

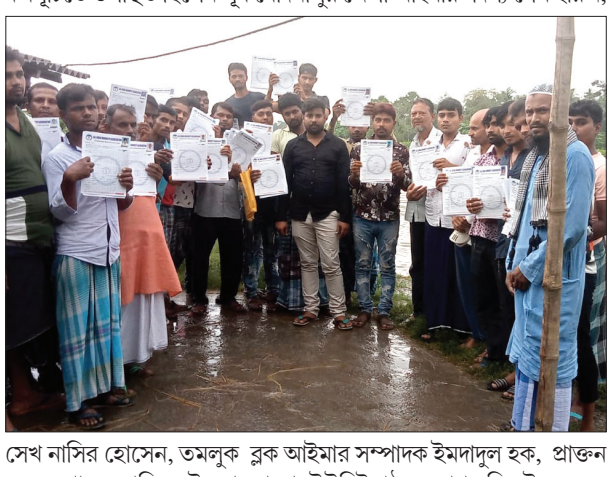

সেখ নাসির হোসেন, তমলুক ব্লক আইমার সম্পাদক ইমদাদুল হক, প্রাক্তন ব্লক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। ইউনিট গঠনের প্রথম দিনেই ৭০ জন ব্যক্তি আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

খারুই-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের পর্যালোচনা সভায় ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনৈতিক লড়াইয়ে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকেই সে কথা ঘোষণা করেছেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই। আগামী বছরের শুরুর দিকেই হয়তো পঞ্চায়েত ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তার আগে সংগঠনকে মজবুত করার কাজে জোর দিয়েছে আইমা। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটে সাংগঠনিক নির্বাচন, সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি চলছে পর্যালোচনা সভার কাজও। এবার

তেমনই একটি সভায় উপস্থিত হলেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেই। গত ২২ আগস্ট সোমবার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক আইমার অন্তর্গত খারুই-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের এই সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থেকে নিজের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন আইমা সুপ্রিমো। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়তে গেলে কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তার রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি। এমনকী উপস্থিত নেতৃবর্গ ও কর্মীদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনেন আইমা সম্পাদক।

এদিকে বাচ্চাদের প্রতি আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের স্নেহের কথা কমবেশি সকলেই জানেন। এদিন খারুই-২ অঞ্চল আইমা অফিসেও কচিকাঁচাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটান ভাইজান। তাদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে নিজের মত বিনিময় করেন তিনি। বাচ্চারাও ভাইজানকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি। তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে আপ্লুত তারা। সমাজের তথা দেশের ভবিষ্যৎ এই প্রজন্মকে সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে অভিভাবকদের উৎসাহিত করেন তিনি। সেই মর্মে উপস্থিত অভিভাবকদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ দেন আইমা সুপ্রিমো, যাতে সঠিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাচ্চাদের মানুষ করতে পারেন তাঁরা। এদিনের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খারুই-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং কর্মীরা।

রাস্তা পরিষ্কারে হাত লাগলেন খারুই-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সদা সতর্ক অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। সে নিজেদের পোশাক-আশাক বা বাড়িঘর হোক, কিংবা রাস্তাঘাট। তবে আইমা কর্মীদের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির সঙ্গে জুড়ে থাকে সামাজিক দায়বদ্ধতাও। ফলে নিজেদের বাড়িঘরের পাশাপাশি তাঁরা দায়িত্ব নেন নিজেদের অঞ্চলকেও জঞ্জালমুক্ত করার। যে কাজ করার কথা প্রশাসনের, অর্থাৎ সরকার নিযুক্ত লোকদের, তা কেন আইমা কর্মীরা করবেন সে প্রশ্ন উঠলেই অবশ্য প্রশাসন বা সরকারের ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। তবে আইমার একনিষ্ঠ কর্মীরা কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন না। বরং নিজেদের কাজ মনে করেই তাঁরা নিজেদের অঞ্চল পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব পালন করেন। এতে করে দুটো বার্তা দেওয়া যায় মানুষকে। এক. আইমা যে কোনও পরিস্থিতিতে সবসময় আছে মানুষের পাশে। দুই. প্রশাসনের গাফিলতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাতে মানুষ পরবর্তীতে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন।

সম্প্রতি খারুই-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের কর্মীরা সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা পরিস্কারের কাজ করলেন এমনই আবহে যেখানে চোখে ঠুলি পরে থাকা সরকার বাহাদুরের প্রতি একটা বার্তা দেওয়া গেল। তবে আইমার এই সামাজিক কাজে সংগঠনের কর্মীরা ছাড়াও ওই অঞ্চলের সাধারণ বাচ্চারাও হাত লাগিয়েছিল মহা উৎসাহে। সব মিলিয়ে ধুমধাম করে নিজেদের অঞ্চলের রাস্তাঘাট জঞ্জালমুক্ত দেখে খুশি এলাকাবাসীরাও।

হাওড়া জেলার বাঁকড়ায় আইমার সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া জেলার বাঁকড়া দোতলা মোড়ে আইমা সভা হয়ে গেল। এইদিন আইমার কেন্দ্রীয় নেতা শিক্ষক হাজি বদরুদ্দোজা সংগঠনের ইতিহাস তুলে ধরলেন। বর্তমান জমানায় কেন সংগঠন করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করলেন। তিনি আরও বলেন, সমাজে মুসলমানরা রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। ওইসব রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিহত করতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। সেই কারণেই আইমা সংগঠন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হাওড়া জেলা আইমার অবজার্ভার হবিউল রহমান (হাবিব) বলেন, বাঁকড়া এলাকার মানুষ সচেতনতার

অভাবে ভুগছে। মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আপনাদের সচেতন হওয়ার জন্যই আইমার কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলাহ ও ভাইজানের নীতি, আদর্শ মেনে সংগঠন করুন। দেখবেন সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সমাজ উপহার প্রদান করবেন। এছাড়াও আইমার অন্যান্য নেতারা বক্তব্য পেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন বাঁকড়া এলাকার আইমা নেতা রামিজ মণ্ডল, আবদুল ওয়াকিব মণ্ডল, আবদুল্লাহ মল্লিক, জনাব রাজা প্রমুখ। আইমার নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আশিরুদ্দিন খান, মইদুল ইসলাম, আশিক খান, সাইফুদ্দিন প্রমুখ।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৭ মহররম ১৪৪৪ হিজরি ০২৬ আগস্ট ২০২২ ০৯ ভাদ্র ১৪২৯ ০ শুক্রবার

ধর্ষকরা এখন বীর !

নির্লজ্জতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী

নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। গুজরাট দাঙ্গার পর থেকে 'দাঙ্গা মোদী' (সে সুপ্রিম কোর্ট যতই তাঁকে ক্লিনচিট দিক না কেন) বলে পরিচিত দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' যে আসলে ঢপ ছাড়া আর কিছু নয়, তা বুঝতে এখন আর একটুও অসুবিধা হয় না। সবটাই মানুষকে বোকা বানানোর নিখুঁত প্রক্রিয়া। তার হেতুটাও খুব সহজবোধ্য। একদিকে যখন ঢাকঢোল পিটিয়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করা হচ্ছে দেশের সর্বত্র, ঠিক সেইসময় গুজরাটের বিজেপি সরকারের ন্যক্কারজনক ভূমিকা আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কেন্দ্র সরকারের নীরব সমর্থনে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দিয়ে গুজরাটের বিজেপি সরকার বুঝিয়ে দিল দেশে আইনের শাসন বলে আদৌ কিছু নেই। থাকলেও সেটা হিন্দুত্ববাদীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনও নির্লজ্জ উদাহরণ নেই যেখানে ধর্ষকদের সাদরে বরণ করে নিয়ে তাদের মিষ্টিমুখ করানো হচ্ছে। ১১ জন ধর্ষককে সংবর্ধনা জানিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নোংরামির যে নজির তৈরি করল, তাতে তাদের জঘন্য চরিত্রটা আরও একবার স্পষ্ট হল। কতটা মুসলিম বিদ্বেষ আর সুতীব্র ঘৃণা অন্তরে পুষে রাখলে ধর্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া যায় সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তারা। সেইসঙ্গে বিশ্বের দরবারে আরও একবার দেশের মাথা হেঁট করে দিয়ে প্রমাণ করল, দেশের সম্মানের থেকেও মুসলিম বিদ্বেষ এদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।

কিছুদিন আগেও যারা মহানবি সা.-এর অবমাননার বিরুদ্ধে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার পক্ষ নিয়েছিল সে একজন মহিলা বলে সহানুভূতি দেখানোর জন্য, আজ তারা কোথায়? মুখোশের আড়ালে যে নোংরা আর ভয়ংকর মুখগুলো তারা লুকিয়ে রেখেছে, একবার প্রকাশ্যে এনে বিলকিস বানোর সামনাসামনি হোক! কোথায় গেল সেইসব হলদে সাংবাদিকতার স্তাবকরা? যারা টাকার বিনিময়ে নিজেদের মেরুদণ্ড বেচে দিয়েছে অনেক আগেই। গদি মিডিয়া আর বাজারি গণমাধ্যমগুলোর নির্লজ্জ তাঁবেদারি যে গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' নামক শক্তিশালী পিলারটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে তা শুধু লজ্জারই নয়, ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর অশনি সংকেত।

বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া প্রসঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালত একটা হাস্যকর মন্তব্য করেছে সম্প্রতি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য, বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে দোষারোপ করা বন্ধ হোক। এটা গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত। আদালত এখানে কিছু করতে পারে না। শীর্ষ আদালতের এই মন্তব্য আমাদের বিস্মিতই করে না, উপরন্তু একধরনের বালখিল্যতা প্রকাশ পায় এই মন্তব্যে। যে আদালতকে বহুবার 'সংবিধান রক্ষার্থে' স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছে অতীতে, সেই শীর্ষ আদালতের বিচারকদের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আদালত সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে নিরাশ করবে সে কথা কি বিচারকরা জানেন না? আসলে যে দেশে ধর্ষকরা বীরের সম্মান পায়, সে দেশের বিচারকদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করাটাই বৃথা। তাই, যে অচ্ছে দিনের হাত ধরে দেশ পিছিয়ে চলেছে তরতর করে, তেমনটাই চলুক না। আর আমরা সবকিছু দেখেও অন্ধ হয়ে থাকার ভান করি। দেওয়ালে তো এখনও পিঠ ঠেকেনি, যখন ঠেকবে তখন না হয় ভাবা যাবে!

জীবন বদলের বাণী

বাস্তবতা এতই কঠিন যে কখনও কখনও বুকের ভিতর গড়ে তোলা বিন্দু বিন্দু ভালবাসাও অসহায় হয়ে পড়ে।

—হুমায়ূন আহমেদ

সুন্দর বিদায় হ'ল ক্ষতি না করে বিদায় নেওয়া, সুন্দর ক্ষমা হ'ল বকা না দিয়ে ক্ষমা করা, সুন্দর ধৈর্য হ'ল অভিযোগ না রেখে ধৈর্য্য ধারণ করা।

—ইমাম ইবনে তাইমিয়া

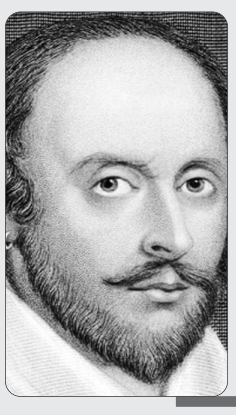

আমি সবসময় নিজেকে সুখী ভাবি, কারণ আমি কখনও কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না,কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময়ই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

—উইলিয়াম শেক্সপিয়র

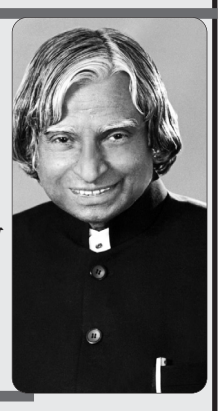

একটি বই একশোটি বন্ধুর সমান। কিন্তু একজন ভালো বন্ধু পুরো একটি লাইব্রেরির সমান।

—এ পি জে আবদুল কালাম

সব কিছুকেই একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায়, কিন্তু কষ্টকে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। কারণ কষ্ট এমন এক জিনিস যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভিন্ন হয়।

—রেদোয়ান মাসুদ

হিন্দুত্ববাদীরা দেবদাসী প্রথা টিকিয়ে রাখবে স্বার্থের জন্যই

ঝুমুর রায়

দেবদাসী প্রথা নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারতবর্ষে এই দেবদাসী প্রথার এখনও ব্যাপক রমরমা রয়েছে। ভারতীয় নারীসমাজ বহু যুগ ধরে এই কু-প্রথার প্রভাবে জর্জরিত। ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে দেবদাসী প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়নি।

ভারতে হিন্দু সমাজের মেয়েদের কেউ কেউ মন্দিরে নিয়োজিত হত দাসীরূপে। এছাড়া কাঞ্চনমূল্যে কিনে বা বলপ্রয়োগে এদের সংগ্রহ করা হত। অথবা রাজভয়ে গৃহস্থরা মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন করত মন্দিরে। বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীন বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরবাসী এইসব মেয়েরা যে কার্যত পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্যপ্রমাণ আছে। দেবতার নামে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে নারীর অবমাননা।

বর্তমানে দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়া, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে এই প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ হল, পশ্চিম উপকূলের শহরগুলিতে বারবণিতার চাহিদা বেশি। মহারাষ্ট্রের বিচিত্র জাতিবিন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে কতকগুলি তপশিলি নিম্নজাতির মধ্যে 'মাঙ্গ জাতি', 'মাহার জাতি' ও 'চামার জাতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এরা নাচগানে পারদর্শী। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের সাংলী জেলাতেই 'মাঙ্গ' জাতির উপাস্য দেবী ইয়ালাম্মাকে কেন্দ্র করে দেবদাসী প্রথা চালু আছে।

কর্নাটকে দেবদাসী কথাটা চালু নেই। ব্যবহারিক সংজ্ঞা হল 'বাসবি', 'কসবি', 'সুলী' ইত্যাদি। 'বাসবী' অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিনী, 'কসবি' দেহব্যবসায়ী আর 'সুলী' মানে ব্যবসায়ী বেশ্যা। পতিতা পল্লিগুলির বিভিন্ন নাম। গোয়াতে এদের নাম 'ভবানী', পশ্চিম উপকূলে 'কুড়িয়ার', অন্ধ্রে 'ভগমবন্ধাল', তামিলনাড়ুতে 'তেবরিয়াব' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' ও 'আরাধিনী'। এভাবেই নামের অন্তরালে চলে দেবদাসী প্রথা।

দশম শতকে জৈন মন্দিরগুলিতেও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার এটা ছিল সহজ উপায়। ১৩৯০ সাল পর্যন্তও তিরুপতি ও নঞ্জনগুডের মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আর্য প্রভাবিত দেবদাসী প্রথার সর্বনাশা দিকটাই এখানে প্রকট যা ধর্মীয় আবরণের আড়ালে দেবদাসীদের উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে।

আবার পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরেজ সকলেই স্থানীয় মেয়েদের 'উপপত্নী' হিসাবে বাড়িতে রাখত। এদের সন্তান-সন্ততিরা বর্তমানে ভারতীয় জাতিবিন্যাসে একটা বড় অংশ। ধনদেবতা কুবেরের নবমন্দিরের নতুন দেবদাসীরা মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত। প্রথমত, পরিবারের অনেকগুলি মেয়ে থাকলে অন্তত একটিকে দেবতার কাছে দিতে হবে- এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। কোনও দম্পতি সন্তানহীন হলে মানত করে প্রথম কন্যা সন্তানটিকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা ছিল প্রাচীন নীতি। সাত-আট বছর বয়সের মধ্যেই তাকে উৎসর্গ করতে হত। বর্তমানে যে সমস্ত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ইয়ালাম্মা যুগপৎ কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রের লোকদেবী। কামাপুরের কমলেশ্বরী, খাণ্ডবার ভাগ্যমুরলী, মহেগাশীর সান্তাদুর্গা ও অন্যান্য লোকদেবীদের মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু আছে। এছাড়া হনুমান মন্দির ও জগদম্বি মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু আছে, যদিও এরা লোকদেবী নন। হনুমান তাঁর ব্রতচারী কুমার জীবনের জন্য পূজিত ও প্রশংসিত। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নারীভোগের ব্যবস্থার ব্যাপারটি কৌতূহল উদ্রেক করে। সৌন্দত্তী মন্দিরে (হেয়ৈলেম্মা গুড়া) দেবদাসী উৎসর্গ হত বলে জানা গেছে। উগার গোলে ইয়ালাম্মা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে দেবদাসী এখনও উৎসর্গ হয়। ধর্মের আবরণ ছাড়াই বর্তমানে এখানে বেশ্যাবৃত্তি চলছে অবাধে।

মুগলকোট, মাঙ্গসুলী, কোকটনুর, তেরদাল কুরচি এবং আঠানী শহরের নিকটবর্তী শংকরহাট্টি, থারুর ইত্যাদি গ্রামে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। বিজাপুর শহর ও বিজাপুর জেলার সমস্ত তালুকেই দেবদাসী প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত। 'দেবদাসী বলয়' নামে যে অঞ্চলটি কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থল তার প্রধান অংশ এই জেলাতেই বর্তমান। এই শহরগুলিতে পতিতাপল্লি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শহর ছাড়া নিকটবর্তী গ্রামগুলিতেও দেবদাসী ও অন্য পতিতাদের সমারোহ ব্যাপক।

দেবদাসী উৎসর্গ করা হয় ইয়ালাম্মার মন্দিরেই সবচেয়ে বেশি। তুলসীগোরির হনুমান মন্দিরে, টিকেটায় মন্দিরেও দেবদাসীদের উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া জগদম্বি মন্দিরে ও পরশুরাম মন্দিরেও দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। এইসময়কার দৃশ্যটা এই, দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে যাত্রীরা আসছে। মাইলখানেক লম্বা গাড়ির সারি। সারি সারি নগ্নদেহ নিমপাতার মালাপরা ছোটো ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসর্গীত হবার জন্য, শুকনো উপবাসক্ষিন্ন মুখ, স্নান করানো বলির ছাগশিশুর মতো। একবার দেবদাসী হয়ে গেলে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। যদিও সাধারণ জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তবুও মুষ্টিমেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ হিন্দুধর্ম রক্ষার নামে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। মন্দিরের অধিকার এবং পবিত্রতা রক্ষার নামে তারা আসলে মন্দিরের সম্পদকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। অল্পবয়স্কা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহ সরকারি আইনে নিষিদ্ধ হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর ১৮ বছরের মেয়েদের উৎসর্গ করা শুরু হল।

ভারতে সর্বত্র পতিতালয় নিষিদ্ধ হয় ১৮৫৫ সালের পার্লামেন্ট আইনে, কিন্তু এই ব্যাপক পতিতাবৃত্তির উপর তা প্রয়োগ করবার কোনও উপায় ছিল না। শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এই আইনের ফাঁকটা ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে, ভারতীয় মন্দিরগুলি এই আইনের আওতায় যুক্ত হচ্ছে না। ফলে এই প্রথা ধীরে ধীরে মন্দিরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ শহরেই পতিতালয়গুলি প্রকাশ্যে 'দেবীপল্লি' বলে অভিহিত হতে শুরু করেছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য দণ্ডদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা কোনও সময় সঠিকভাবে কার্যকর হয়নি। আগামীদিনেও আর হবেও না। কারণ, ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করতে গেলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চটালে হবে না। সুতরাং দেবদাসী দেবীপল্লিতে বাস করবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে!

ভারতে হিন্দু সমাজের মেয়েদের কেউ কেউ মন্দিরে নিয়োজিত হত দাসীরূপে। এছাড়া কাঞ্চনমূল্যে কিনে বা বলপ্রয়োগে এদের সংগ্রহ করা হত। অথবা রাজভয়ে গৃহস্থরা মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন করত মন্দিরে। বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীন বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরবাসী এইসব মেয়েরা যে কার্যত পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্যপ্রমাণ আছে। দেবতার নামে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে নারীর অবমাননা।

দেবদাসীদের বেশ্যা না বলে তাদের যে নামে চিহ্নিত করা

দত্তা: কোনও পুণ্যলোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মন্দিরে কন্যা দান করলে সে হত দত্তা দেবদাসী।

হৃতা: যে সব মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেওয়া হত।

বিক্রিতা: মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রয় করলে সে বিক্রিতা দেবদাসী রূপে গণ্য হত।

ভৃত্যা: যে দেবদাসী মন্দিরের কাজে ভৃত্যরূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য স্বেচ্ছায় মন্দিররাসিনী হত, সে ভৃত্যা।

ভক্তা: স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিনী সন্ন্যাসিনীকে ভক্তা দেবদাসী বলা হত।

অলংকারা: নৃত্যগীত ও কলাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে নারীকে অলঙ্কৃত করে দেবমন্দিরে অর্পণ করা হত সে অলঙ্কারা। রাজকন্যারাও এভাবে মন্দিরে অর্পিতা হতেন।

গোপিকা: এরা নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যগীত করার জন্য মন্দিরের বেতনভোগিনী দেবদাসী সম্প্রদায়রূপে পরিচিতা।

জানা-অজানা

অফলাইনে জি-মেইল !

ইন্টারনেট ছাড়াই পাঠানো যাবে ই-মেইল, কিন্তু কোন উপায়ে

জি-মেইল সবার জন্য একটি অফলাইন মোড চালু করেছে। যার ফলে ইন্টারনেট ছাড়াই আপনি ই-মেইল পেতে পারেন। এমনকী আপনার প্রতিক্রিয়া পাঠাতেও পারবেন। এই ব্যবস্থার হাত ধরে ইন্টারনেট দুনিয়ায় আসতে চলেছে এক বিরাট পরিবর্তন। জি-মেইলে নতুন অফলাইন বৈশিষ্ট্যটি থাকলেই আপনি বার্তাগুলি পড়তে বা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবেন।

এবার জি-মেইলে অনুসন্ধান করার জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন নেই। এই অফলাইন ফিচারটি ইন্টারনেটের সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। বিশেষ করে যে সব এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ খারাপ বা ইন্টারনেট সংযোগ জোড়াতালি দেওয়া, সেইসব এলাকায় মানুষের সুবিধা হবে। ইন্টারনেটের কারণে ই-মেল বার্তা পাওয়া বা প্রতিক্রিয়া জানানোর কোনও সমস্যা থাকবে না। গুগল সাপোর্ট পেজ অনুসারে, অফলাইন ফিচার ব্যবহারকারীদের জি-মেইল বার্তা পড়তে, উত্তর দিতে বা অনুসন্ধান করতে দেয়। এমনকী তাদের ডিভাইস ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলেও এই পরিষেবা মিলবে। তবে তার জন্য ডিভাইসে একটা বিশেষ মোড ব্যবহার করতে হবে। কী সেই মোড? প্রথমে জি-মেইল ব্যবহারকারীদের যেতে হবে mail.google.com–এ। টেক জায়ান্টটি শুরু করার জন্য Google লিঙ্কটিকে বুকমার্ক করার পরামর্শ দেয়।

উল্লেখ্য, যদি আপনার জি-মেইল আপনার স্কুল বা কাজের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করা থাকে, তাহলে প্রশাসককে সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে। কোনও অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে এই মোড ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু প্রাইভেট ইউজাররা খুব সহজভাবে নীচে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে বিনা ইন্টারনেটে ই-মেল বার্তা দেখতে বা পাঠাতে পারবে।

কীভাবে এই মোড ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত জানানোর আগে বলে নেওয়া দরকার, Google বলেছে Gmail অফলাইন Google Chrome-এ কাজ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র তখনই কাজ করবে যখন আপনি সাধারণ মোডে ব্রাউজ করছেন, কোনও ছদ্মবেশী মোডে নয়। এখন, গুগলের ব্যাখ্যা অনুসারে জি-মেইল অফলাইন মোড কীভাবে চালু করবেন তা এখানে পর্যায়ক্রমে জানানো হল।

- প্রথমে mail.google.com-এ যান।
- ইনবক্সে, সেটিংস বা Cogwheel বোতামে ক্লিক করুন।
- এরপর 'See All Settings' অপশনে ক্লিক করুন।
- তারপর 'অফলাইন' ট্যাবে ক্লিক করুন।
- এবার আপনাকে 'অফলাইন মেল সক্ষম করুন' চেকবক্সে ক্লিক করতে হবে।
- Gmail এরপর নতুন সেটিংস দেখাবে।
- আপনি আপনার Gmail-এর সঙ্গে সমন্বয় করতে চান এমন দিনগুলি নির্বাচন করতে পারেন।
- গুগল আপনার কম্পিউটারে অবশিষ্ট স্থানের পরিমাণ দেখাবে এবং কম্পিউটারে অফলাইন ডেটা রাখার বিকল্পও প্রদান করবে। কম্পিউটার থেকে সমস্ত অফলাইন ডেটা মুছে ফেলার বিকল্পও রয়েছে।

চিনের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন রোবট মাছ

রোবট মাছ তৈরি করেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। এই রোবট মাছ অক্লেশে গিলে খেতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এর ফলে বিশ্বকে বিরাট দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এই রোবট ফিশ। রোবট ফিস মহাসাগরকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে বলে ধারণা সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের।

রোবট মাছ হল এক ধরনের বায়োনিক রোবট, যা একটি জীবন্ত মাছের আকৃতি এবং গতিসম্পন্ন। রিপোর্ট অনুসারে, ইতমধ্যে ৪০টি ভিন্ন ধরনের মাছ ৩০টি ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। এই রোবটগুলি উল্টানো অবস্থায় থাকবে এবং জলে ভেসে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এবার রোবট মাছের এই ধারণায় নতুন মাত্রা যোগ হল।

চিনা বিজ্ঞানীরা রোবট মাছের একটি নতুন ধারণা নিয়ে এসেছেন। তারা এমন মাছ তৈরি করেছেন, যা আসল মাছের মতো। এই রোবটের আকার ১.৩ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ০.৫ ইঞ্চি। এই রোবটিক মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা যদি জলাশয়ে রাখা হয়, তবে লতা মাইক্রো প্লাস্টিক খেয়ে নিতে পারে।

রোবট ফিশের মাইক্রোপ্লাস্টিক খাওয়ার এই বৈশিষ্ট্য দূষিত মহাসাগর বা অন্যান্য জলাশয়গুলি পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। চিনা বিজ্ঞানীদের দল ইতিমধ্যেই মাইক্রোপ্লাস্টিক থেকে মুক্তি পেতে রোবট মাছের দক্ষতা পরীক্ষা করছে। অগভীর জলে রেখে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, রোবটিক মাছগুলি মাইক্রোপ্লাস্টিক চুষে খেয়ে ফেলছে।

এই গবেষক দলের প্রধান লক্ষ হল গভীর জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক সংগ্রহ করতে রোবট তৈরি করা। সেইসঙ্গে সামুদ্রিক দূষণ বিশ্লেষণ করার জন্য ওই রোবটকে সক্ষম করে তোলাও গবেষকদের উদ্দেশ্য। গবেষক দলের অন্যতম সদস্য ওয়াং ইউয়ান বলেন, আমরা এই ধরনের একটি হালকা ওজনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রোবট তৈরি করেছি। এই রোবট মাছকে অনেক উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। রোবট মাছগুলির আরও একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্যগুলি হল, তারা প্রতি সেকেন্ডে ২.৭৬ শারীরিক দৈর্ঘ্যে সাঁতার কাটতে পারে। বেশিরভাগ কৃত্রিম নরম রোবটের থেকে দ্রুত। এই মাছগুলি দূষণকারী মাইক্রো প্লাস্টিক শোষণ করে নিতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা নিজেদের পুনরুদ্ধারে সক্ষম। এই রোবট মাছগুলি বাইরে থেকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

অক্লেশে গিলে খেয়ে নেয় মাইক্রোপ্লাস্টিক

এমনকী ওই রোবট মাছগুলি অন্য বড় মাছ বা জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পারে। এই রোবটিক মাছের একটি পাখনা রয়েছে। সে পাখনার সাহায্যে নড়াচড়া করতে পারে। অন্যান্য মাছের সুরক্ষায় কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। যদি দুর্ঘটনাক্রমে অন্য মাছ খেয়ে ফলে তবে তার ক্ষতি হয় না।

তৃণমূল সরিয়ে দিল ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতিকেই!

বিজেপি-যোগের জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিধানসভা নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূলে এল বিরাট পরিবর্তন। খোদ রাজ্য সভাপতিকেই সরিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরায় রাজ্য সভাপতি পদ থেকে অপসৃত হলেন সুবল ভৌমিক। চার মাস যেতে না যেতেই তৃণমূলের রাজ্য সভাপতিকে সরিয়ে দিতে হল।

ত্রিপুরায় মাত্র চার মাস আগে ইউনিট গড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন সুবল ভৌমিক।

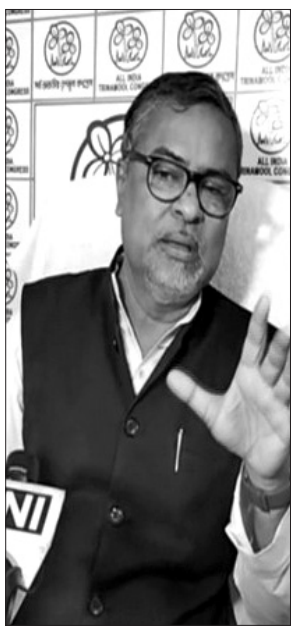

কিন্তু তৃণমূলে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল প্রবীণ এই নেতাকে। ত্রিপুরায় পুরসভা নির্বাচনে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে চার কেন্দ্রের বিধানসভা উপনির্বাচনে। উপনির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় ব্যর্থতার পর থেকেই সুবল ভৌমিকের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে দলেব। তারপর সুবল ভৌমিককে রাজ্য সভাপতি করায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ ছিলেন। এদিকে সুবল ভৌমিকের বিজেপি যোগ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তা বুঝতে পেরেই তৃণমূল আগেভাগে তাঁকে সরিয়ে দিল রাজ্য সভাপতির পদ থেকে। নইলে একজন রাজ্য সভাপতির অন্য দলে যোগ দেওয়া পার্টির পক্ষে খুবই খারাপ বার্তা দেয়।

সুবল ভৌমিকের বিজেপি-যোগের সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের খবর তিনি ২৭ অগাস্ট বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তার আগেই সুবল ভৌমিককে সরিয়ে মুখ রক্ষা করা হল। ২০২১ সালে ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনে তৃণমূল ভালো ফল করে। তারপর ২০২২-এর এপ্রিল মাসে সুবল ভৌমিককে রাজ্য সভাপতি করা হয় ত্রিপুরা তৃণমূলের। কিন্তু সুবল ভৌমিককে রাজ্য সভাপতি করার পর থেকেই তৃণমূল পিছু হটতে শুরু করে। যে তৃণমূল বাম ও কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়ে পুর নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল। প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই তৃণমূল বিধানসভা উপনির্বাচন ২ বা ৩ শতাংশে নেমে যায়। কেন এই ব্যর্থতা, কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে সামনে আসে অসন্তোষ। স্পষ্ট হয়ে যায় রাজ্য সভাপতির বিজেপি-সংযোগও। তারপরই সুবল ভৌমিককে রাজ্য সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলের জামান বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ত্রিপুরায় সদ্য ফুটে ওঠা তৃণমূলে শুরু হয়েছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের পদ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সুবলের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগেই তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেস যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বাপ্টু চক্রবর্তী। এবার সুবল ভৌমিককে রাজ্য সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে তৃণমূল নতুন করে চলতে চাইছে। সুবল ভৌমিক অপসারিত হওয়ার পর তৃণমূলের কংগ্রেসের তরফে দল পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুস্মিতা দেবকে। ত্রিপুরায় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন রাজীব ও সুস্মিতা। এবার তাঁদের উপরই বর্তাল অন্তর্বর্তী দায়িত্ব। শীঘ্রই নতুন রাজ্য সভাপতির নাম জানানো হবে বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গুজরাট সরকার কর্তৃক বিলকিস বানো-কাণ্ডে দোষীদের সাজা মকুবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন নয়াদিল্লিতে।

কাশ্মীরে সিনেমা হল খুলছে ৩০ বছর পর!

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ ৩০ বছর পর কাশ্মীরে ফিরছে সিনেমা। কাশ্মীরের বাসিন্দাদের বিনোদন দেওয়ার লক্ষ্যে শ্রীনগর শহরে প্রথম মাল্টিপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। উপত্যকার সিনেমা হলগুলি নয়ের দশকের গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী হামলার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় কাশ্মীরে প্রায় ১৫ টি সিনেমা হল ছিল।

শ্রীনগরের শিবপোরা এলাকায় অবস্থিত মাল্টিপ্লেক্সে তিনটি স্ক্রিন এবং মোট ৫২০ জনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পাঁচটা মাল্টিপ্লেক্সের মতো ডিজাইন করা হয়েছে এটি। কিন্তু তাতে কাশ্মীরের ঐতিহ্যের ছোঁয়া আছে। মালিকরা ঐতিহ্যবাহী কাশ্মীরি 'খাটমবন্ধ' ছাদ এবং পেপার মাচির নকশা যুক্ত করেছেন। সেপ্টেম্বরে এই মাল্টিপ্লেক্স জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। মাল্টিপ্লেক্স মালিক বিকাশ ধর বলেছেন, 'তিন-চার বছর ধরে আমাদের বাড়িতে কথা হচ্ছিল। কাশ্মীরের মানুষের বিনোদনের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। সে কথা ভেবে আমরা ভেবেছিলাম সিনেমাটা এমন একটা দিক যার সঙ্গে কাশ্মীরের পুরনো সম্পর্ক আছে।প্রায় ৫২০ আসনের এই সিনেমা হলে থাকবে তিনটি অডিটোরিয়াম। পাশাপাশি থাকবে কনসেশন কাউন্টারও।

এছাড়া অন্যান্য শহরের সিনেমা হলের মতো এতে খাওয়া-দাওয়ার সব জিনিস পাওয়া যাবে। নয়ের দশকের শুরুতে কাশ্মীরে কয়েক ডজন সিনেমা হল ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদদের হামলার জেরে উপত্যকার সমস্ত সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায়।সরকার কিছু সিনেমা হল পুনরায় খোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একের পর এক সন্ত্রাসবাদ হামলার জেরে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। কাশ্মীরের পুরনো সিনেমা হলগুলির একটি 'ব্রডওয়ে'র মালিক ছিলেন এই পরিবার। কাশ্মীরে থিয়েটার এবং সিনেমা হলগুলির জন্য নিরাপত্তা একটি বড় ব্যাপার। কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স মালিকরা বলছেন, তাদের কোনও আশঙ্কা নেই। কারণ তাঁরা তরুণদের বিনোদনের জন্য এটি করছেন। সিদ্ধান্তটি হৃদয় থেকে নেওয়া। এই সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন তাঁরা। বিকাশ ধর বলেছেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করছে। শ্রীনগর শহরে প্রথম মাল্টিপ্লেক্স খোলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে আনন্দের সীমা নেই।

অপরাধীদের মুক্তির পর বিলকিসের গ্রাম ছাড়ছেন মুসলিমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রামে ফিরেছেন বিলকিস গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ সদস্যকে খুনের অপরাধীরা। অতঙ্কে কাঁপছে দাহোড় জেলার রাধিকপুর গ্রামের সংখ্যালঘুরা। প্রাণে বাঁচতে ভিটে ছেড়ে তাই পালাচ্ছেন সেখানকার মুসলিমরা। গন্তব্য, ওই জেলারই দেবগড় বাড়িয়া তালুকের রাহি-মাবাদ ত্রাণ শিবির। এখানে থাকলেই তবু নিরাপদে বাঁচা সম্ভব বলে মনে করছেন অধিকাংশ ঘর-ছাড়া সংখ্যালঘু মানুষগুলো। কীভাবে গণধর্ষণ ও খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা জেলমুক্ত হতে পারে তা ভেবেই এখনও বিস্মিত ত্রাণ শিবিরে ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন তাঁরা। ২০০২ সালে সাম্প্রদায়িক হিংসায় জ্বলে উঠেছিল গুজরাট। নিশানা করা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের। গোধরা পরবর্তী সময়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বাবিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যার নারকীয় ঘটনা ঘটে। তারপর প্রবল লড়াই। ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারি ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে মুম্বইয়ের আদালত। ১ জনের মৃত্যু হলে বাকি ১১ জনের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সুপ্রিম রায়ে দোষীসাব্যস্ত ১১ জন অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ২০১৭ সালের মে মাসে বম্বে হাইকোর্ট ১১ জন ধর্ষকের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রাখে। বিলকিসকেও ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য গুজরাট সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর গত ১৫ অগাস্ট গোধরা সাব-জেলের উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনে ছেড়ে দেওয়া হয় ওই ১১ অপরাধীকে। এদের বেশিরভাগের বাড়িই রাধিকপুর গ্রামে। জেলে থেকে সাদরে এদের গ্রামে বরণ করা হয়। আর তাতেই সিদুঁরে মেঘ দেখছেন রাধিকাপুরের সংখ্যালঘুরা। টেম্পো, রিকশা বোঝাই মালপত্র নিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে তাঁরা চলে এসেছেন ত্রাণ শিবিরে। রাধিকপুর থেকে ত্রাণ শিবিরে আসা একজন বললেন, 'দোষীদের মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ২০ বছর আগের নারকীয় ওই ঘটনার সময় রাধিকপুরে সুলতানার বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর। এখন সে ২৪ বছরের। গ্রাম ছেড়ে মা, বোনের সঙ্গে ত্রাণ শিবিরে উঠেছে সুলতানা। বলছেন, আমরা ওইখানে থাকতে নিরাপদ বোধ করছি না। ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে ত্রাণ শিবিরেই উঠতে হল। এই ত্রাণ শিবিরে ঘুরে গিয়েছেন বিলকিস বানোও। তাঁর স্বামী ইয়াকুব রসুল প্যাটেলের কথায়, 'লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এতদূর আসতে পেরেছি যখন তখন হাল ছাড়ব না। আমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও আইনজীবীদের পরামর্শ চেয়েছি এবং আপিলের বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত হবে।'ইতিমধ্যেই দাহোড়ের মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা জেলা কালেক্টরের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। সেখানে আর্জি দোষীদের কারামুক্ত করার রাজ্য সরকারি সিদ্ধান্ত যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়। স্মারখলিপিতে লেখা রয়েছে, 'সরকারি পদক্ষেপ বিচার ব্যবস্থার ভাবমূর্তি এবং সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিচারে বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে হবে।'

অর্থনীতি পড়তে বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার পথে প্রত্যন্ত গ্রামের কিশোরী

বাবা কর্মী-মা দর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা অংশিকা পটেল আমাদের সবার রোল মডেল। কঠোর পরিশ্রমেই যে মানুষ সাফল্য অর্জনে সফল হন তার সেরা উদাহারণ অংশিকা। জৌনপুর জেলার পাকরি গোদাম গ্রামের ১৮ বছর বয়সি অংশিকা ১০০ শতাংশ স্কলারশিপ নিয়েই পাড়ি জমাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের লি ইউনিভার্সিটিতে । সেখানেই তিনি অর্থনীতির সঙ্গে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অংশিতা কাতারের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও অন্য পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর নাম ওয়েটিং লিস্টে ছিল।

অংশিকা সম্প্রতি বুন্দেলশহর বিদ্যাজ্ঞান লিডারশিপ অ্যাকাডেমি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৯৫ শতাংশ পেয়ে স্নাতক হয়েছেন। ভারতীয় অর্থনীতি, মাইক্রোইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের উপর তিনি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে তিনি জোর দিয়েছিলেন। দশম শ্রেণিতে তাঁর স্কোর ছিল ৯৮ শতাংশ।

এবারে আসা যাক পরিবারের বিষয়ে। অংশিকার বাবা একটি দোকানে একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন, অন্য দিকে তাঁর মা পেশায় একজন দর্জি। অংশিকা জানান, তআমার নাম নির্বাচন হওয়ার খবরে আমার শিক্ষক এবং পরিবারের সকলে রোমাঞ্চিত বোধ করছেন। আমিই আমার পুরো পরিবারের

মধ্যে প্রথম যে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চলেছি। এটা আমার এবং আমার পরিবারের জন্য এক অকল্পনীয় স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।দ

তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে অংশিকা বলেন যে, ওয়াশিংটন এবং লি ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি একজন ডেটা অ্যানালিস্ট হতে চান। অংশিকার কথায়, 'এর সঙ্গেই আমার আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে। আমার প্রধান লক্ষ্য হল এনজিও বা সমাজসেবা সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমাদের সমাজের কল্যাণকর কাজে যুক্ত হওয়া। সেখানে আমি আমার সমস্ত শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারব বলেই আশা করছি।'

'২০১৯ সালে বিদ্যাজ্ঞান আমার কাছে এক সুবর্ণ সুযোগের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ আমার কাছে ছিল।

আমি সেখানকার এমন পদ পছন্দ করেছি যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়, কোর্স, ফ্যাকাল্টি এবং ভবিষ্যতের সুযোগ বা ইন্টার্নশিপের জন্যেও খোঁজ শুরু করেছি। এখন আমি অ্যাকাডেমিতে আমার কনসালটেন্টদের সঙ্গে সব কিছু নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। ওঁরাই আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে গাইড করছেন', জানিয়েছেন অংশিকা।

বেসরকারি সংস্থার সমুদ্র দখল! জীবিকা সঙ্কটের আশঙ্কা মৎস্য চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর মাছের উৎপাদন বাড়াতে খাঁচায় মাছ চাষে আপত্তি মৎস্যজীবী ফোরামের। রামনগর ১ ব্লকের চাঁদপুরে সমুদ্রে খাঁচার মধ্যে মাছ চাষে আপত্তি জানিয়ে মৎস্য দফতরে স্মারকলিপি জমা দিল মৎস্যজীবী ফোরাম। এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামলের বক্তব্য, 'অগভীর সমুদ্রে খাঁচায় মাছ চাষ হলে তাতে খাবার দেওয়া হবে। এতে সমুদ্রে দূষণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি সংস্থা সমুদ্রের দখল নিলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা সঙ্কটে পড়বে। সে কারণে সমুদ্রে খাঁচায় মাছ চাষের পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানিয়েছি আমরা'

বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্য মৎস্য দফতরের সাহায্য নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যানিমেল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি পরীক্ষামূলকভাবে সমুদ্রে খাঁচা ফেলে ভেটকি মাছ চাষে সফলতা পায়। সেই কারণে এবার বাণিজ্যিকভাবে খাঁচা পেতে মাছ চাষে উদ্যোগী হয়েছিল মৎস্য দফতর। ইতিমধ্যেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। সূত্রের খবর, চাঁদপুর সমুদ্রের সৈকত থেকে দেড় কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে খাঁচায় মাছ চাষে উদ্যোগ নেয় তাঁরা। তবে অনুমতি দেওয়ার আগেই স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার উপর এই প্রকল্পের কোনও প্রভাব পড়বে কি না তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করে মৎস্য দফতর।

এর প্রেক্ষিতেই স্মারকলিপি জমা করেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম। কাঁথি সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) জয়ন্ত প্রধান বলেন, ''সমুদ্রে খাঁচার মধ্যে মাছ চাষ শুরুর আগে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের সুবিধা, সমস্যা এবং আপত্তির বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করে দফতরে পাঠানো হবে। যা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য মৎস্য দফতর।'' জানা গিয়েছে, সমুদ্রের যেখানে ২৬ ফুট জলের গভীরতা সেখানেই ফেলা হবে ফাইবারের কোটিং যুক্ত লোহার খাঁচা। তা ভাসিয়ে রাখার জন্য ভাসমান ড্রাম বা বয়া ব্যবহার করা হবে। আটকানো থাকবে নোঙর দিয়ে। ভাসমান খাঁচা থেকে ১২ ফুট লম্বা জাল ফেলা হবে। আর জালকে জলে ডুবিয়ে রাখতে নিচে দেওয়া হবে লোহার ভারী বল। এরপর ওই জালের মধ্যে ছাড়া হবে ছোট ভেটকি মাছের পোনা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড় চমক এবার দুয়ারে সরকারি আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার জনসংযোগে সরকারি আধিকারিকরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড় চমক দিতে চলেছে নবান্ন। সূত্রের খবর, সরকারি প্রকল্প নিয়ে মানুষের মন বুঝতে এবার তৈরি হচ্ছে নয়া ইউনিট। 'সিটিজেন রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' নামে এই ইউনিট তৈরির পরিকল্পনার পথেই হাঁটছে নবান্নের শীর্ষ মহল। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের একটা সম্পর্ক তৈরির জন্যই এই নয়া ইউনিট বলেই দাবি শীর্ষ আধিকারিকদের। ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে নবান্নের শীর্ষ মহলে বৈঠক ও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মূলত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ কতটা পাচ্ছেন? অভিযোগ জানানোর পর আদৌ কাজ হচ্ছে কি না? সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে সরকারি আধিকারিকরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেন। শুধু পৌঁছনোই নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাতে সমাধান সূত্রে বেরিয়ে যায় সেই বিষয়েও বিশেষভাবে

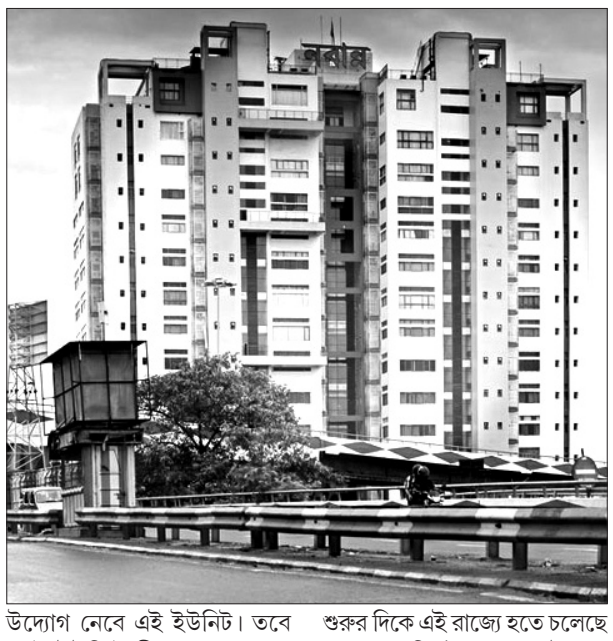

উদ্যোগ নেবে এই ইউনিট। তবে গোটা ইউনিটে কীভাবে কাজ হবে, কী উপায় তারা পরিচালনা করবেন বিস্তারিত শীঘ্রই গাইডলাইন আকারে জেলাগুলিকে জানাতে পারে নবান্ন বলেই সূত্রের খবর। আগামী বছরের শুরুর দিকে এই রাজ্যে হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও কয়েক দফা দুয়ারে সরকারের পরিকল্পনাও নিতে চলেছে রাজ্য।

সেক্ষেত্রে যাতে সামাজিক প্রকল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ব্যবস্থা বজায় থাকে তার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ বলেই মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছে। দুর্নীতি বা স্বজন পোষণ থাকলে এফআইআর করার পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যে পঞ্চায়েত দফতর। শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি রাজ্য, প্রয়োজনে টাকা তোলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক স্তরে যাতে কোনওরকম দুর্নীতি বা স্বজনপোষণ না থাকে তার জন্য একাধিক স্বচ্ছ ভাবনা নিয়ে আসতে চাইছে রাজ্য। তারই অঙ্গ হিসাবে এই নয়া ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা নবান্নের।

বর্তমানে রাজ্যের তরফে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী কৃষক বন্ধু-সহ একাধিক সামাজিক প্রকল্প পরিচালিত হয়। সেই সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা এবার সাধারণ মানুষের দুয়ারে নির্ভুলভাবে পৌঁছচ্ছে নাকি সেটাই খতিয়ে দেখবে এই ইউনিট।

পুজোর পরেই হাওড়া পুরনিগমের ভোট করতে মরিয়া রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজভবনকে এড়িয়ে চার বছর ধরে থমকে থাকা হাওড়া পুরনিগমের ভোট করতে আইনি জট কাটাতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। লক্ষ্য, পুজোর পরই হাওড়া পুর নিগমের ভোট। গত নভেম্বরেই রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে হাওড়া পুরনিগমের ১৬ ওয়ার্ড নিয়ে নতুন করে বালি পুরসভা গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একইসঙ্গে হাওড়া পুর আইনকে সংশোধন করে ৬৬ ওয়ার্ডের বদলে ৫০ ওয়ার্ডের পুরনিগম গঠনের বিল গৃহীত হয়। রাজ্যপালের সম্মতির জন্য রাজভবনের পাঠানো পরই গোটা প্রক্রিয়াটাই থমকে যায়।

রাজভবন-নবান্ন রাজনৈতিক লড়াই। প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় রাজভবন ছাড়লেও এই জট খোলেনি। ফলে গত জানুয়ারিতে রাজ্যের ১০৮ পুরসভার ভোটের সময় হাওড়া পুরনিগমের ভোট করা সম্ভব হয়নি। অথচ ২০১৮ সালেই এই পুরনিগমের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপরই রাজ্য সরকার আইনজ্ঞদের পরমার্শ মেনে হাওড়া পুরনিগমের ভোট করতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫০ ওয়ার্ডের পুরসভাকে পুনর্বিন্যাস করে ৬৬ ওয়ার্ডে রূপান্তর করা হবে। অন্তত এমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর। ফলে আইনমাফিক হাওড়া পুরনিগমের ভোট করতে আর কোনও আইনি জটিলতা থাকবে না। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হওয়া সংশোধনী বিল মূল্যহীন হয়ে পড়বে। নবান্ন সূত্রের খবর, পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যেই হাওড়ার জেলাশাসককে পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দিয়েছে। এই কাজ শেষ হলেই পুর ও নগর উন্নন দফতর হাওড়া পুরনিগমের আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করবে। কমিশন এই কাজ শেষ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৪৯ দিন অপেক্ষা করতে হবে ভোট করার জন্য। সেই হিসেবে নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরে ভোট করতে কোনও সমস্যা হবে না।

কমিশন ইতিমধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ১৩ পুরসভার ভোট প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কালিম্পং, মিরিক নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, রায়গঞ্জ, কালিম্পং, ডোমকল, পূজালি, ধূপগুড়ি, পাঁশকুড়া, হলদিয়া, বুনিয়াদপুর, কুপার্স ক্যাম্প, নলহাটি, দুর্গাপুরএ ভোট হবে। এর মধ্যে প্রথম ছ'টি পুরসভার আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টম্বর বাকি সাত পুরসভার আসন সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে কমিশন। এ ছাড়াও ৩৫ ওয়ার্ডের নব গঠিত বালি পুরসভার আসন সংরক্ষণের কাজ শেষ। এখন ভোট শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আর ভিন রাজ্যে নয়, নিজেদের জেলাতেই কাপড় বানিয়ে বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক সময় মুম্বই, দিল্লি থেকে কাপড় নিয়ে এসে বিক্রি হত মালদহে। এখন মালদহের কালিয়াচকের তৈরি কাপড় ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কালিয়াচকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে ছোট মাঝারি কাপড় কারখানা। মুম্বই দিল্লি থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে এখানে কারখানায় সেলাই থেকে নকশা তৈরি করছেন স্থানীয় শ্রমিকেরা। পুরুষ মহিলা সকলেই কাপড় কারখানায় কাজ করছেন। কালিয়াচকে কাপড় কারখানা তৈরিতে স্থানীয়দের মধ্যে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে। মহিলারা বিড়ি শ্রমিককের কাজ ছেড়ে কাপড় কারখানায় সেলাইয়ের কাজে যুক্ত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছেন।

অনেক মহিলা কাপড় কারখানায় কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। একসময় কালিয়াচকের বহু মানুষ রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাপড় ফেরি করতেন। তারাই এখন বাড়িতে বসে কাপড় কারখানায় কাজ করে ভাল রোজগার করছেন। মালদহের কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের গয়েশবাড়ি, সুজাপুর, চাষপাড়া-সহ একাধিক গ্রাম এখন মিনি বস্ত্র কারখানার রূপ নিয়েছে। কোনও সরকারি উদ্যোগে নয়। বেসরকারিভাবেই গড়ে উঠেছে এমন কারখানা। একসময় এই গ্রামের পুরুষেরা মুম্বই দিল্লি পাড়ি দিতেন। সেখান থেকে নিয়ে আসতেন জামা, নাইটি, চুরিদার সহ নিত্যদিন পরিধান করার সামগ্রী। তারপর তা ফেরি করতেন গ্রামে গ্রামে। কিন্তু

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে তাদের ব্যবসার পদ্ধতি।

এখন গ্রামেই কাপড় সেলাই করে তৈরি হচ্ছে জামা, নাইটি, চুরিদার সহ একাধিক সামগ্রী। শুধু কি তাই নানা ডিজাইনের জামা, চুড়িদারও তৈরি হচ্ছে। গ্রামের হাল বদলে গেছে। গ্রামের মহিলারা অর্থ উপার্জন করছে। সুদিন ফিরেছে সংসারে। পরিবর্তন ঘটেছে করোনা পরিস্থিতিতে। লকডাউনের ফলে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিলেন সকলেই। সেই সময় কালিয়াচকের বহু মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন। ভিনরাজ্য থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই বসেছিলেন।

সেইসময় স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগে বাড়িতেই কাপড় সেলাইয়ের মেশিন বসাতে শুরু করেন। অধিকাংশই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে আধুনিক মেশিন বসানো বাড়িতে। সেই মেশিনের শুরু হয় কাপড় সেলাইয়ের কাজ। দিল্লি-মুম্বই থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে তারা কাজ শুরু করেন ঘরে বসে। চাহিদা বাড়তে থাকায় এখন এলাকার বহু মানুষ বাড়িতে ছোট ছোট কাপড় কারখানা তৈরি করে নিয়েছেন। সেই কারখানায় কাজ করছে এলাকার কয়েক হাজার শ্রমিক। এখন আর ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে না তাদেরকে কাজে।

স্থানীয় কাপড় কারখানার কর্মী থেকে মালিকদের একাংশের দাবি, ক্ষুদ্র এই গ্রাম্য শিল্পকে উৎসাহিত করুক সরকার। আর্থিকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুক। তাহলে হয়তো আগামীদিনে আরও উন্নতমানের কাপড় তৈরি হবে কালিয়াচক জুড়ে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

ইসলামের শাশ্বত বাণী

গোপনে দান-খয়রাত আল্লাহর ক্রোধকে নিবারণ করে। বান্দা গোপনে কোনও কাজ করলে আল্লাহ তা গুপ্ত খাতায় লিখে রাখেন। পরে বান্দা যদি তা প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তাকে গোপন খাতা থেকে মুছে প্রকাশ্য খাতায় লেখেন। তারপর বান্দা যদি তার সে কাজের কথা আরও প্রকাশ করে, আল্লাহ তার নাম প্রকাশ্য খাতা থেকে মুছে রিয়ার (লোক দেখানো) খাতায় লিখে দেন।

আল্লাহর ভয় মানুষকে অন্য সকল ভয় হইতে মুক্তি দেয় । —ইবনে সীনা

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহতায়ালা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করবেন, হে মহম্মদ ! এখন কি আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন ? আমি বলব, হে প্রভু ! আমি সন্তুষ্ট। —আল হাদিস

বছরান্তেও যে ব্যক্তি কোনও দুঃখ-বেদনার সম্মুখীন হয় না, তার উচিৎ ভেবে দেখা যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট নয় তো? —হজরত আলি রা.

যে নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে সে আল্লাহতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছে । —আল হাদিস

অনেক লোকই দিনে অন্তত পাঁচবার মুখ ধোয়, কিন্তু পাঁচ বছরেও একবার অন্তর ধোয়ার কথা চিন্তা করে না। —ইব্রাহিম আদহাম

ছোটদের সঙ্গে সন্তানের ন্যায়, বড়দের সঙ্গে পিতার ন্যায় এবং সমবয়স্কদের সঙ্গে ভাই এর ন্যায় আচরণ করার নামই ন্যায়বিচার । —ইমাম জাফর সাদেক

নীচ লোকের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। —হজরত আলি রা.

শক্তির দ্বারা যে আনুগত্য লাভ হয় তা ক্ষণস্থায়ী, আর ভালোবাসার মাধ্যমে যে আনুগত্য অর্জিত হয় তাই চিরস্থায়ী থাকে। —ইবনে জরীর

আকাঙ্খা দীর্ঘ করার অর্থ নিজ হাতে চরিত্র বিনষ্ট করা। —হজরত আলিী রা.

ইসলামের সেবা এবং আল্লাহর আদেশকে আগামীদিনের জন্য স্থগিত রেখো না। —হজরত আবুবকর রা.

আত্মপ্রশংসাকারীর মতো আহাম্মক নেই, আর বিদ্যার মতো পথ প্রদর্শক নেই । —হজরত আলি রা.

শান্তির সাথে জীবন যাপন করার পরও যে ব্যক্তির আকাঙ্খা মেটে না, তার পক্ষে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব না। —হজরত ওসমান রা.

জীবন চলার পথে পড়ে আছে অসংখ্য পাথর। এতে তোমার চলার পথ যেন থেমে না যায়। বরং পাথরগুলো কুড়িয়ে তৈরি করো সাফল্যের সিঁড়ি। —আরবী প্রবাদ

ইমান এবং হিংসা এক সঙ্গে একই অন্তরে থাকতে পারে না। —আল হাদিস

পৃথিবীটা লবণাক্ত পানির মতো। যতই তা পান করবে পিপাসা ততই বাড়বে। —আরবী প্রবাদ

অক্ষমের সর্বশেষ অস্ত্র পরনিন্দা । —হজরত আলি রা.

''আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ুকে চালিত করে আকাশের কছে নিয়ে যাই, অতপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদের তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।"—সূরা হিজর-২২

অন্যের নিকট হাত পাতার ফলে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, সে হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ। —হজরত আলি রা.

কোনও ব্যক্তি সে পযর্ন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যে পযর্ন্ত না তার ভাগ্যে লিখিত শেষ খাদ্যকণাটুকু আহার না করে।—আল হাদিস

তোমরা মৃত্যু সম্পর্কে যেমন জানো পশু-পাখিরা যদি তদ্রুপ জানতে পারত, তবে মানুষেরা কখনও মোটাতাজা পশু-পাখির মাংস ভক্ষণ করতে পারতে না। —আল হাদিস

ফেরেশতারা মেঘমালা পযর্ন্ত অবতরণ করে এবং সেখানে তারা আল্লাহর নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে গোপনে এগুলো শুনে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কাঁড়িকাঁড়ি মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয়। —বোখারী

গোপনে দান-খয়রাত আল্লাহর ক্রোধকে নিবারণ করে। বান্দা গোপনে কোনও কাজ করলে আল্লাহ তা গুপ্ত খাতায় লিখে রাখেন। পরে বান্দা যদি তা প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তাকে গোপন খাতা থেকে মুছে প্রকাশ্য খাতায় লেখেন। তারপর বান্দা যদি তার সে কাজের কথা আরও প্রকাশ করে, আল্লাহ তার নাম প্রকাশ্য খাতা থেকে মুছে রিয়ার (লোক দেখানো) খাতায় লিখে দেন। —আল হাদিস

''সত্য প্রত্যাখানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।"—আম্বিয়া-৩০

''তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং পৃথিবী সেই একই পরিমাণে।" —সূরা তারেক-১২

মোমেন বান্দার মৃত্যুর পর কবরস্থান নিজেকে সেই মোমেনের জন্য সজ্জিত করে এবং কবরস্থানের প্রতিটি অংশই চায় যে তার মধ্যে সেই বান্দাকে দাফন করা হোক। —আল হাদিস

যে ব্যক্তি লজ্জা-শরমের বাঁধন ছুঁড়ে ফেলেছে, তার গীবত হবে না। —আল হাদিস

কোনও ব্যভিচার ব্যতীত স্ত্রীদের তালাক দিও না। কেননা, যে সব নরনারী (বিয়ে করে) কেবল মজা লোটার জন্য, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। —আল হাদিস

মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যখন তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাটা হাতে জ্বলন্ত কয়লা হাতে ধরে রাখার মতো কঠিন হবে। —তিরমিযী শরিফ

সৃষ্টি জগতের সকল মানুষই আল্লাহর পরিজন স্বরূপ। তাই আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর পরিজনদের নিকট অধিক প্রিয়। —আল হাদিস

কেয়ামতের পূর্বে মানুষ যে সব বিপদের সম্মুখীন হবে, তার মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব সবচেয়ে বড়। —মুসলিম শরিফ

আল্লাহর নিকট কল্যাণ ও বরকত লাভের নিমিত্তে প্রার্থনা না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। —আল হাদিস

পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পযর্ন্ত হাশরের মাঠে কেউ এক পা-ও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে না। (১) জীবনের দিনগুলো সে কোন কাজে ব্যয় করেছে, (২) সে তার যৌবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছে, (৩) সে তার ধন-সম্পদ কোন পন্থায় উপার্জন করেছে, (৪) সে তার উপার্জিত অর্থ কোন পথে ব্যয় করেছে, (৫) অর্জিত এলেম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। —বোখারী

জ্বর-জ্বালা জাহান্নামের উত্তাপের আঁচস্বরূপ। যে মুসলমান দুনিয়াতে জ্বরের তাপ ভোগ করেছে তাহাকে দোযখের উত্তাপ ভোগ করতে হবে না। —আল হাদিস

কন্যাসন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে ইসলাম

একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী উন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছলেও কন্যাশিশুর প্রতি মানুষের ধারণা উন্নত হয়নি। মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, সভ্য হয়েছে কিন্তু এই ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়নি। এখনও কন্যাসন্তানের জন্মে অনেক বাড়িতেই খুশির রোশনাইয়ের বদলে মন খারাপির মেঘ ছেয়ে যায়! যদিও অবস্থা অনেক বদলেছে তবে সেটা যথেষ্ট নয়। পুত্র এবং কন্যাসন্তানের মধ্যে বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় বেশিরভাগ পরিবারে দেখা যায়। জন্মের সাথে সাথেই বৈষম্য শুরু হয়ে যায়। কন্যাসন্তানের জন্ম হলে আত্মীয়-স্বজনরা সান্ত্বনা দিতে থাকে, অনেকে মুখ ব্যাজার করে থাকে। পুত্রসন্তানের জন্মে মিষ্টি বিতরণ হয়, কন্যার ক্ষেত্রে সেটা ফালতু খরচ মনে করা হয়।

যাইহোক, একটা সময় আরবে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে বালিতে পুঁতে দেওয়া হত। এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। এটাকে খারাপভাবে নেওয়া হত না। সেই সময় ইসলাম ঘোষণা দেয়, এই কাজ জঘন্য। কোরানে বলা হয়, ''তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় (কন্যাসন্তান জন্মের ব্যাপারে), তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না, মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।"—সুরা নাহল/৫৯।

ইসলাম আসার পর এই কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, নারীদের এতটাই অধিকার এবং মর্যাদা দেওয়া হয় যে, কোনও এক মনীষী চমৎকার করে বলেছেন, ইসলামের আগে নারীদের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত আর ইসলাম আসার পরে সেই নারীর পায়ের তলায় জান্নাত করে দেওয়া হল!

ইসলামে কন্যাসন্তানের জন্মকে বরকতময় বলা হয়েছে। কন্যাসন্তান প্রতিপালন একটা ইবাদত এবং মহৎ কর্ম। বিশ্বনবি মহম্মদ সা. বলেছেন, ''যার গৃহে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে (কন্যাকে) কষ্টও দেয়নি, তার উপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" —মুসনাদে আহমদ, ১২২৩।

একটা সময় আরবে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে বালিতে পুঁতে দেওয়া হত। এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। এটাকে খারাপভাবে নেওয়া হত না। সেই সময় ইসলাম ঘোষণা দেয়, এই কাজ জঘন্য। কোরানে বলা হয়, "তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় (কন্যাসন্তান জন্মের ব্যাপারে), তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না, মাটিতে পুঁতে দেবে।

কন্যাসন্তান প্রতিপালন এমন মহান কাজ যার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ''কোনও ব্যক্তি যদি কন্যার প্রতি দায়িত্বশীল হয় এরপর তার প্রতি সুন্দর আচরণ করে তাহলে এই কন্যারা তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।" —বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৬।

ইসলামে পুত্র এবং কন্যাসন্তানকে সমানভাবে দেখতে বলা হয়েছে। কাউকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর প্রাধান্য দিতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে দেখা যায়, পড়াশোনা, সুযোগ সুবিধা এমনকী খাওয়ার ক্ষেত্রেও কন্যাসন্তানের ওপর পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ ইসলামে বলা হয়েছে, চুমু দেওয়ার ক্ষেত্রেও যেন পুত্র এবং কন্যাসন্তানের মধ্যে কোনও পার্থক্য না করা হয়। একদা জনৈক আনসারি সাহাবীকে মহম্মদ সা. ডাকলেন। ইতিমধ্যে ওই সাহাবীর এক পুত্র তার কাছে এল। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার এক কন্যাও সেখানে উপস্থিত হল। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে মহম্মদ সা. বললেন, ''উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। এমনকী চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও।" —মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯/১০০।

সামান্য চুমুর ক্ষেত্রেই যদি বৈষম্য করতে নিষেধ করা হয় তাহলে অন্যান্য বড় ব্যাপারগুলো কতটা নিকৃষ্ট ব্যাপার একবার ভাবুন !

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

দেবতার কান্না

তীর্থঙ্কর সুমিত

কিছু কথা শুনতে শুনতে...
একাগ্রতার হাত ধরে পার হয়ে গেলাম সমুদ্র
প্রতিদিনের হিসেব
পালে হাওয়া লাগলে নদীর দিক পরিবর্তন হয়
সমুদ্র মন্থনে পাওয়া যায়—
একটা সকাল আঁকার রং তুলি
ফিরে আসা যত অভিমান
বিরহের উপনিষদে জ্বলজ্বল করে
এ কেমন ভারতবর্ষ আমার
দেবতারাও কেঁদে ওঠে অগোচরে।

কীভাবে জানবে

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

তুমি কীভাবে জানবে, রাত্রি শুভ হয় না
অনিদ্রায় কাটে।
প্রতি রাত্রে তুমি জ্বলন্ত স্নিগ্ধ মোমবাতির ছবি দিয়ে, রঙিন
এসএমএস পাঠাও 'শুভরাত্রি'।
তুমি কীভাবে জানবে সারারাত উদ্ভট উদ্ভট সব ভাবনা
মাথায় কিলবিল করে, ঘুমাতে দেয় না,
আমার সমস্যা, টানাপোড়েন অভাব অভিযোগের সাতকাহন
ভেসে ভেসে ওঠে রাত্রির প্রহরে
প্রহরের পর প্রহর কাটে অনিদ্রায়, দু'চোখের পাতা
এক হয় না।
রাতের হাস্নুহানার সুরভিও পচা দুর্গন্ধ লাগে,
আশ্বিনের আকাশের আলোকিত জ্যোৎস্না রাতও
মনে হয় 'কালরাত'।
তুমি কীভাবে জানবে, তোমাকে না জানালে
আমার রাত্রি শুভ হয় না, অশুভ আঁতাতে কাটে বিছানার সহবাস।

জলে থৈ থৈ ভেড়ি, খালবিল

অঙ্কন গুচ্ছাইত

জলে থৈ থৈ ভেড়ি, খালবিল
আমজনতা দেখেই বোবা।
শ্রাবণী আজ ঝরিয়ে জল
ভুলেই গেছে দেখতে ডোবা।

মনোভারে চাষা ভাবে
চাষের জমিন গেছে ডুবে।
জল ভরে তা রোপণ করে
শেষে কাঁদতে লাগল দুবে।

মাঠেঘাটের সবুজ শাখা
যায় না দেখা জলের তলে।
দুবদা-বেসিন গাঁয়ের মোড়ে
ধানের চারা যাচ্ছে গলে।

চাটিয়াল-ভাই মৎস্য-ক্ষেতে
নিরুপায়ে ঘিরছে জালে।
ফুরলো আশ উপার্জনে
যায় বাঁচানো এমন হালে।

ডুংরি ধারে

বিদ্যুৎ মিশ্র

শাল পিয়ালের বনে হামার ডুংরি ধারে ঘর
সবুজ মোড়া গাঁয়ের ভিতর নাই তো কেউ পর।
সকাল হল্যে হলুদ পাখি মিষ্টি সুরে গায়
সেই গানটির তালে হামার মনট্য জুড়ায় যায় ।

পথের ধারে শিশির ভেজা ফুটে হাজার ফুল
কতক ফুলে সাজাই লিব্যি নাকছাবি আর দুল।
রাঙামাটির লদ্যির ধারে দেখবি বারো মাস
গাঁয়ের লোকে সারা বছর করছ্যে কতো চাষ ।

সাঁঝ পিরায়ে রাতেরবেলা আঁধার নামে ঝুপ
খিল খিলাঁয়ে হামদে গাঁয়ে তখন ফুটে রূপ।
জোছনা যখন ভাসায় দিব্যেক ডুংরি ধারের বন
বিভোর হঁয়ে দেখব্যি তখন হুদকে উঠে মন।

অক্সিজেন পরমাণু থেকে সবুজ বাতাসের আভা পূর্ণ করেছে গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেস-এসকলান্টে ন্যাশনাল মনুমেন্টের উপরের আকাশকে।

মহাপ্রলয় ধেয়ে আসছে পৃথিবীতে

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: তবে কি পৃথিবী ধ্বংসের মুখে! আবারও মহাপ্রলয় ধেয়ে আসছে পৃথিবীতে। এবারও মহাপ্রলয়ের উৎস সেই মহাসমুদ্র, নদী বা হ্রদ। মোট কথা, সেই জলরাশি উত্তাল হয়েই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীকে। ৪০০ কোটির বছরে পৃথিবীতে বহুবার প্রলয় হয়েছে। এবার মহাপ্রলয়ের মূলে রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন।

বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে শুধু সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে না। সহস্র ব্যাক্টেরিয়া ও বিষাক্ত শৈবাল বাড়ছে দ্রুত গতিতে। পৃথিবীতে তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সেই তিনভাগ জলরাশি যদি এভাবে শৈবাল ও ব্যাক্টেরিয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় আসন্ন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরিস্থিতি বলছে আগামী বিনাশকালের শুরু হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে এমন বহুবার সাময়িক বিনাশ ঘটেছে, তারপর নতুন করে গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবারও সেই সম্ভাবনা প্রকট। বিশেষ সমস্ত সমুদ্র, নদী ও হ্রদ থেকে তেমনই আভাস মিলতে শুরু করেছে সমুদ্র তথা ভু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

গবেষণায় জানা গিয়েছে, শেষবার পৃথিবীর সবথেকে ভয়াবহ প্রলয় এসেছিল ২৫.২ কোটি বছর আগে। একটা যুগের অবসান হয়েছিল। গোটা বিশ্ব তখন দাবানল, মাত্রাতিরিক্ত গরম, বিষাক্ত শৈবাল ও নানা ব্যাক্টেরিয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র থেকে নদী, হ্রদ-সহ সমস্ত জলাশয় প্রাণনাশক হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত কমে গিয়েছিল বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা। ওই বিনাশকালে খুবই সামান্য প্রাণী বেঁচে যায়। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্রায় ৭০ শতাংশ প্রজাতি। সমুদ্রে৹ ৮০ শতাংশ জীবের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। সেই প্রলয়কে বিজ্ঞানীরা দ্য গ্রেট ডায়িং বলে অভিহিত করেছেন। সেই মহাপ্রলয়ের প্রমাণও মিলেছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে অতীতে মহাপ্রলয় নিয়ে অনুসন্ধানরত গবেষক তথা বিজ্ঞানীরা মনে করছেন পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এর আগে প্রলয়ের সময়।

এখনও গোটা বিশ্বজুড়ে সমুদ্র, নদী, হ্রদে বিষাক্ত শৈবাল জমা হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করছে জলরাশিকে, দ্রুত কমছে অক্সিজেনের মাত্রা। এর ফলে বাস্তুতন্ত্র ঘেঁটে গিয়ে প্রাণীকুল ধ্বংস হতে থাকবে। বিলুপ্ত হয়ে যাবে অনেক প্রজাতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা ভয়াবহ রূপ নেবে। এখন বহু ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে মহাপ্রলয়ের। সম্প্রতি দাবানলের সংখ্যা বাড়ছে। গোটা বিশ্ব দাবানলের প্রদাহে জ্বলছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত, আর রাশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে তার প্রমাণ গত এক বছরের বহুবার মিলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্যই যে প্রকৃতির রোষে পড়ছে পৃথিবীর প্রাণীকুল তথা জীবকুল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দাবানের জেরে জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অক্সিজেন কমতে তো বাধ্য। তারপর সাইবেরিয়ার মতো শীতপ্রধান অঞ্চলে দাবানল হচ্ছে, আবার ইংল্যান্ডে চিরকাল ঠান্ডা, সেখানেও চলছে তাপপ্রবাহ।

প্রবাহিত নদী-হ্রদ! বিজ্ঞানীদের হাতে মঙ্গলের মানচিত্র

মঙ্গলে বালি তৈরির নেপথ্যে গ্রহাণুর প্রভাব, গবেষণায় উঠে এল তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলে জল আছে, তা আগেই জানতে পেরেছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এবার তার প্রামাণ্য মানচিত্র হাতে পেয়ে গেলেন তাঁরা। সেই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলে নদী প্রবহমান। রয়েছে হ্রদও। পৃথিবীর নিকটতম লাল গ্রহে জলের প্রমাণ পাওয়ার পর জীবনের সন্ধানে কোমর বেঁধে নেমে পড়তে চাইছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

জীবনের সহায়ক জল। জল রয়েছে মানে জীবন রয়েছে। বিলিয়ন বছরের বিবর্তনে জল হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মঙ্গলের পৃষ্ঠে তেমন কোনও চিহ্ন নেই। তবে রাসায়নিক ও বর্ণালি বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লালগ্রহে এক সময় নদী প্রবাহিত হত। এবং নদীতে ছিল হ্রদ। মঙ্গলের এই মানচিত্র পাওয়ার পর ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি বা এসা এক ধাপ এগিয়ে গেল। তারাই প্রথম মঙ্গলে জলের মানচিত্র প্রকাশ করেছে। মঙ্গলের এই মানচিত্রে শুধু নদী বা হ্রদের ছবিই স্পষ্ট হয়নি, এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, মানুষ যদি কোনওদিন মঙ্গলে নামতে পারেন, তবে কোথায় কোথায় তাঁরা অবতরণ করতে পারবেন। মানচিত্রগুলি বিশদভাবে দেখিয়েছে গ্রহজুড়ে ছড়িয়ে থাকা খনিজ বস্তুগুলিকে। গত দশকের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই মানচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

মানুষ মঙ্গল গ্রহে পা রাখার আগে মানচিত্রটি সম্ভাব্য অবস্থান শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। ইউরোপের মার্স এক্সপ্রেস অবজার্ভেটরি এবং আমেরিকার মার্স রিকনসেন্স অরবিটার এই স্থানগুলি শনাক্ত করতে একসঙ্গে কাজ করেছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণ জলীয় খনিজ রয়েছে। এই খনিজগুলি পাথর থেকে তৈরি হয়, যা অতীতে রাসায়নিকভাবে জল দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কাদামাটি ও লবণে পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা গ্রহের কয়েকটি অংশে এই ধরনের হাজার হাজার খনিজ অবস্থান শনাক্ত করেছেন। গত দশকে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণগুলি গ্রহের প্রাচীনতম অংশগুলিতেও কয়েক হাজার এলাকা প্রকাশ করেছে। সমস্ত গ্রহজুড়ে জলীয় খনিজ খুঁজে পাওয়া প্রমাণ করে যে, মঙ্গলে শুধুমাত্র জল কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রহের চারপাশে ভূতত্ত্ব গঠনে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। এখন একটাই প্রশ্ন জল সেখানে স্থায়ী ছিল, নাকি সীমাবদ্ধ ছিল।

জন কার্টার ব্যাখ্যা করেছেন, বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন যে মঙ্গল গ্রহে কাদামাটির মতো খনিজ পদার্থ তৈরি হয়েছিল। তবে নতুন মানচিত্রে অন্য কিছু ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি বলেন, যদিও মঙ্গলগ্রহের অনেক লবণ সম্ভবত কাদামাটির থেকে পরে তৈরি হয়েছিল। মানচিত্রে আরও দেখা যায় লবণ ও কাদামাটির ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ রয়েছে। কিছু লবণ মাটির থেকে পুরনো বলে অনুমান করা হয়। এসার প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জল ও জলের বিবর্তন ততটা স্পষ্ট নয় মানচিত্রে। তবে ভূতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বিশাল বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার মঙ্গলে খনিজ পদার্থের বিবর্তনও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে পৃথিবীর মতো খনিজবিদ্যার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। ভূতত্ত্ববিদরা লাল গ্রহের সার্ভে করার জন্য মার্স এক্সপ্রেসের ওমেগা যন্ত্র ও এমআরও-তে মার্সের জন্য কমপ্যাক্ট রিকনাইসেন্স ইমেজিং স্পেকট্রোমিটার থেকে ডেটা ব্যবহার করেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলে বালির সন্ধান মিলেছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গিয়েছে গ্রহাণুর প্রভাবে মঙ্গল গ্রহে বালি তৈরি হতে পারে। নমুনা পরীক্ষা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানান, যখন একটি গ্রহাণু প্রতি সেকেন্ডে কয়েক কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসে, তখন মঙ্গলের মতো পাথুরে গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তখনই মিরাকেল ঘটে। মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে গ্রহাণুর সংঘর্ষের ফলে নিঃসৃত শক্তি পার্শ্ববর্তী শিলাগুলিকে গলিয়ে মহাকাশে পাঠিয়ে দেয়। এই গলিত শ্রাপনেলটি বালির দানার আকারে প্রায় গোলাকার টুকরোতে ভেঙে যায়। ইমপ্যাক্ট স্ফেরুল নামে পরিচিত কাচের এই অংশগুলি শেষ পর্যন্ত মঙ্গলে ফিরে আসে। শিলাগুলির ধীর ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীতে যেমন বালি তৈরি হচ্ছে, মঙ্গলেও তেমনই গ্রহাণুর প্রভাবে তাজা বালি তৈরি হয়। একটি নতুন সমীক্ষা অনুসারে, মঙ্গলগ্রহের বালির এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে কাচের গোলাকার টুকরো দিয়ে তৈরি। পার্ডিই ইউনিভার্সিটির গ্রহ বিজ্ঞানী ব্রায়নি হর্গান জানান, বায়ু প্রবাহিত বালি মঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। এই অনুসন্ধানটি ব্যাখ্যা করে যে, সংঘর্ষ হওয়ার পরেও গ্রহাণু কীভাবে মঙ্গলকে আকৃতি দেয়। গবেষকরা ১৮ অগাস্ট স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে মেডিওরিটিক্যাল সোসাইটির ৮৫তম বার্ষিক সভায় ওই গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন। হর্গান এবং তাঁর সহকর্মীরা গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত দৃশ্যমান এবং ইনফ্রারেড আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরীক্ষা করেছেন মঙ্গলগ্রহের বালিতে পাওয়া খনিজগুলি নিয়ে। মঙ্গল গ্রহে চক্কর দেওয়া উপগ্রহের ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে এই পরীক্ষায়। গবেষকরা জানান, মঙ্গলের সবথেকে কাচ সমৃদ্ধ হল উত্তর সমভূমি অঞ্চল। ওই অঞ্চল আগ্নেয়গিরি বর্জিত। এটি অবস্থানের কারণ হিসেবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে নির্মূল করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ম্যাগমা জলের সাথে মিশে গেলে গ্লাস তৈরি হয়। বেলজিয়ামের ভ্রিজ ইউনিভার্সিটি ব্রাসেসের একজন ভূ-রসায়নবিদ স্টিভেন গোডেরিস বলেন, প্রায়শই মঙ্গলকে একটি আগ্নেয় গ্রহ হিসেবে দেখা হয়।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে গ্রহাণুর প্রভাব সম্পর্কিত গোলক পরীক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে। নাসার অধ্যাবসায় রোভার বর্তমানে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য মঙ্গলের বালি এবং পাথরের নমুনা সংগ্রহ করছে। সেই নমুনা এলে ফের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হবে। মোট কথা মঙ্গল নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নেই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলে ইতিহাস গড়লেন মনীষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভারতের ফুটবলার! স্বপ্ন নয়, এটাই বাস্তব। উয়েফা মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নেমে ইতিহাস গড়লেন ভারতের মহিলা দলের ফুটবলার মনীষা কল্যাণ। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি এই নজির গড়ায় আপ্লুত দেশের ফুটবল মহল। গোকুলাম কেরালা এফসি থেকে তিনি সই করেছেন সাইপ্রাসের এনগমির অ্যাপোলন লেডিজ এফসিতে। ইতিহাসে মনীষা গতকাল উয়েফা মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাপোলন লেডিজ এফসির ম্যাচ ছিল লাটভিয়ার প্রথম সারির ক্লাব এসএফকে রিগার বিরুদ্ধে। অ্যাপোলন ম্যাচ জেতে ৩-০ গোলে। এই ম্যাচেই ৬০ মিনিটের মাথায় সাইপ্রাসের মারিলেনা জির্জিউয়ের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন মনীষা। সেই মুহূর্তেই রচিত হয় নয়া ইতিহাস। এর আগে কোনও ভারতীয় উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামার সুযোগ পাননি। মনীষা ২০২১-২২ মরশুমে এআইএফএফের বিচারে বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হয়েছিলেন।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২০ বছরের মনীষা ভারতের চতুর্থ মহিলা ফুটবলার হিসেবে বিদেশের ক্লাবে সই করেছেন। ভারতে মহিলাদের লিগে গোকুলমের হয়ে খেলার পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়েও নজরকাড়া ফুটবল উপহার দিয়েছেন স্ট্রাইকার মনীষা। গোকুলমের দ্বিতীয় মহিলা ফুটবলার হিসেবে তিনি বিদেশের ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এর আগে, গ্রেস ডেঙ্গমেই উজবেকিস্তানের এফসি নাসাফে সই করেছেন। ১২ নম্বর জার্সিধারী মনীষা প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় দলের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু। তিনি এর আগে নরওয়ের ক্লাবের হয়ে ইউরোপা লিগের যোগ্যতা অর্জন ম্যাচ খেলেছিলেন। যদিও ইউরোপীয় ফুটবলে ইউরোপা লিগ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ইউরোপে খেলতে গিয়ে মনীষা যে নজির গড়েছেন তাতে উচ্চকণ্ঠে মনীষার প্রশংসা প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন গুরপ্রীত।

অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে ফুটবলে মনীষা কল্যাণের জন্ম ২০০১ সালের ২৭ নভেম্বর পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে। ২০২১-২২ মরশুমে এআইএফএফের বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার আগে ২০২০-২১ মরশুমে বর্ষসেরা ইমার্জিং মহিলা ফুটবলারের পুরস্কারও পেয়েছেন। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসেবে গোল করার নজিরটিও রয়েছে তাঁরই দখলে। প্রথমদিকে অ্যাথলেটিক্সের দিকে ঝোঁক ছিল মনীষার। স্কুলের পিটি টিচারের পরামর্শে ১৩ বছর বয়স থেকে শুরু করেন ফুটবল খেলা। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ২০২২ সালে মনীষা ১৪টি গোল করেন, সাতটি অ্যাসিস্টও রয়েছে তাঁর নামের পাশে। অ্যাপোলন লেডিজ এফসির হয়ে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ওমোনিয়া এফসির বিরুদ্ধে একটি গোলও করেছেন মনীষা, সেই ম্যাচে তাঁদের দল জেতে ৪-০ গোলে।

এক বছরের মধ্যে কার্লসেনকে তিন বার হারিয়ে চমক প্রজ্ঞানন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমবার ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বের এক নম্বর দাবারুকে হারিয়ে দেশ তথা গোটা বিশ্বকে অবাক করেছিলেন ভারতের খুদে গ্র্যান্ড মাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ। তারপর মে মাসে ফের একই কাজ করে দেখান। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে যে ফের একবার কার্লসেনকে হারাবেন তা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু সেই কাজটাই করে দেখালেন প্রজ্ঞানন্দ। মায়ামিতে ক্রিপটো কাপে শেষ রাউন্ডে কার্লসেনকে হারালেন প্রজ্ঞানন্দ। যদিও ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টারের কাছে হারলেও প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হলেন কার্লসেন।

প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও শেষে ভালো খেলেন প্রজ্ঞা। পয়েন্টের বিচারে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি, মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে অধরা রয়ে যায় খেতাব। শেষ দিকে পর পর তিনটি গেম জিতলেও পয়েন্টের বিচারে দ্বিতীয় হন প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার পয়েন্ট ১৫। অন্যদিকে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা জিতেছেন কার্লসেন। প্রজ্ঞার কাছে হারলেও প্রতিযোগিতা জিততে পেরে খুশি কার্লসেন। তিনি বলেছেন, 'সারা দিন ধরে খুব খারাপ খেলেছি। তার পরেও জিতেছি। হারতে ভালো লাগে না। কিন্তু সব দিন সমান থাকে না।' অন্য দিকে দ্বিতীয় হয়ে খুশি নন প্রজ্ঞা। আরও ভাল ফলের আশা করেছিলেন তিনি। ভারতের ১৭ বছরের দাবাড়ু বলেছেন, 'আরও ভাল ফল হতে পারত। কয়েকটা ম্যাচ খারাপ খেলেছি। তবে সব মিলিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা খারাপ ফল নয়।'

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারি মাসে অনলাইন র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতা এয়ারথিংস মাস্টার্সের অষ্টম রাউন্ডে বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেনকে অষ্টম রাউন্ডে হারিয়ে চেন্নাইয়ের এই প্রজ্ঞানন্দ এমন চমক দেন। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ, ক্রিকেট ঈশ্বর কিংদন্তী সচিন তেন্ডুলকর সকলেই প্রশংসা করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দের। এরপর মে মাসে চেজেবল মাস্টার্সের পঞ্চম রাউন্ডে কার্লসেনকে হারান প্রজ্ঞানন্দ। কার্লসেনের একটি ভুলের সুযোগ নিয়ে ম্যাচ নিজের পকেটে পুড়ে নেন ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন কার্লসেন। ৪০তম চালে তিনি একটি বড় ভুল করেন। সেই ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিস্তিমাত করে দেয় প্রজ্ঞানন্দ।

২০০৫ সালের ১০ অগস্ট চেন্নাইয়ে জন্ম নেওয়া প্রজ্ঞা ছোট থেকেই বাড়িতে দাবার পরিবেশ পেয়েছে। তার দিদি বৈশালী রমেশবাবুও এক জন নামকরা দাবাড়ু। ৬ বছর বয়সে দাবা শিখতে শুরু করেন। ২০১৩ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-৮ ওয়ার্ল্ড ইউথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে প্রজ্ঞা। সেখানে জেতার পরে ফাইড মাস্টারের খেতাব অর্জন করে সে। তার পরে ২০১৬ সালে মাত্র ১২ বছর ১০ মাস ১৩ দিন বয়সে ভারতের দ্বিতীয় ও বিশ্বের পঞ্চম সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হয় প্রজ্ঞানন্দ। অভিমন্যু মিশ্র, গুকেশ ডি, সের্গে কার্জাকিন ও জাভোখির সিন্দারতের পরে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। দেশের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে নিজের আদর্শ মনে করেন তিনি। ভবিষ্যতে তার মত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য ছোট্ট প্রজ্ঞানন্দের।

ফারাহ শৈশবে পাচার হয়েছিলেন ব্রিটেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক তারকা মহম্মদ ফারাহকে তাঁর শিশুকালে অবৈধভাবে ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল এবং এর পরে তাঁকে চাকর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন মহম্মদ ফারাহ তার আসল নাম নয়। যারা তাঁকে জিবুতি থেকে ব্রিটেনে নিয়ে আসেন তাঁরাই তাঁর নাম দেন মহম্মদ ফারাহ। তার প্রকৃত নাম হোসেইন আবদি কাহিন। তাঁর বয়স যখন ন'বছর তখন এক মহিলা তাঁকে পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ থেকে ব্রিটেনে নিয়ে আসেন। এর আগে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। তিনি জানান তাঁকে ব্রিটেনে নিয়ে আসার পর তাঁকে আরেকটি পরিবারের শিশুদের দেখাশোনার কাজ দেওয়া হয়। বছরের পর বছর ধরে আমি এসব আড়ালে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু এরকম একটা বিষয় কতদিন আপনি এভাবে রাখতে পারেন! বলেন ব্রিটিশ এই অ্যাথলিট।

এই দৌড়বিদ এর আগে বলেছিলেন যে তিনি একজন শরণার্থী হিসেবে তার পিতামাতার সঙ্গে ব্রিটেনে এসেছিলেন। কিন্তু বিবিসি এবং রেড বুল স্টুডিওজের নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে তিনি বলছেন, তাঁর বাবা-মা কোনওদিন যুক্তরাজ্যে আসেননি। তার মা এবং দুই ভাই সোমালিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সোমালিল্যান্ডে তাঁদের পারিবারিক খামারে বসবাস করছেন। ফারাহর বয়স যখন চার বছর, তখন সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধে তার পিতা আবদি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। সোমালিয়া থেকে বের হয়ে গিয়ে সোমালিল্যান্ড ১৯৯১ সালে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে কিন্তু এটি এখনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। তাঁকে যখন তার বাড়ি থেকে জিবুতির একটি পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার বয়স ছিল আট থেকে নয় বছর। পরে একজন মহিলা তাঁকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসেন। ওই মহিলা ফারাহকে বলেছিলেন ইউরোপে তাঁদের কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি জানান একথা শুনে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েছিলেন। ওই মহিলাই তাঁকে বলতে বলেন যে তার নাম মহম্মদ। তিনি বলেন তার ভ্রমণের জন্য ওই মহিলার কাছে ভুয়া কাগজপত্র ছিল যাতে তাঁর ছবির পাশে মহম্মদ ফারাহ নামটা লেখা ছিল। যুক্তরাজ্যে এসে পৌঁছানোর পর ওই মহিলা তাকে পশ্চিম লন্ডনের হাউন্সলোতে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। এবং যে কাগজে তাঁর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা লেখা ছিল সেটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেন। এরপর কোনও খাবার খেতে চাইলে তাঁকে সেখানে গৃহস্থালি কাজ করতে হ'ত এবং শিশুদের দেখাশোনা করতে হ'ত। ব্রিটেনে এসে পৌঁছানোর পর পরিবারটি প্রথম কয়েক বছর তাকে স্কুলে যেতে দেয়নি, কিন্তু তার বয়স যখন প্রায় ১২ বছর তখন তিনি ফেল্টহ্যাম কমিউনিটি কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে ফারাহর শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক অ্যালান ওয়াটকিন্সন বলেন এই শিশুটি যখন অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে নামে তখন তিনি তার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এরপর খেলাধুলাই ছিল তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ফারাহ ১৪ বছর বয়স থেকে একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে খ্যাতি কুড়াতে শুরু করেন।

নির্বাসনের মাঝেও স্বস্তি ভারতীয় ফুটবলে

বিদেশি সইয়ে থাকছে না সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিফার নির্বাসনের পর এক সপ্তাহও কাটেনি। এর মধ্যে না জানি কত ডামাডোল ঘটে গিয়েছে। তবে একাধিক টানাপোড়েনের মাঝে একটি স্বস্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। বিদেশি ফুটবলার সই করাতে কোনও সমস্যা নেই ভারতের ক্লাবগুলির। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে ক্লাব বা জাতীয় দলের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলেও, বিদেশি ফুটবলার সই করনোর উপর থাকছে না কোনও নিষেধাজ্ঞা।

ফিফার এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তাদের এশীয় কোটার বিদেশি সই করানো এখনও বাকি। ক্লাবের দাবি অবশ্য, যাঁরা শহরে এসেছেন এবং যাঁর আসা বাকি, সবাই নথিভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। ফিফার এক আধিকারিকের মন্তব্য অনুযায়ী এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। ফিফার নিয়মে ১৬ নম্বর আর্টিকেলের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ফিফার নির্বাসনের প্রভাব ফুটবলারদের উপর সরাসরি পড়বে না। যার ফলে ব্যান থাকলেও, ভারতীয় ক্লাবগুলোর বিদেশি খেলোয়াড় সই করাতে কোনও বাধা থাকছে না।

ফিফার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্বাসনের প্রভাব সরাসরি কোনও ফুটবলারের উপর পড়ছে না। কারণ, ফুটবলার নথিভুক্তির উপরে কোনও নির্বাসন জারি করেনি ফিফা। সে রকম হলে, লিখিত আকারে তা জানিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু ফিফার নির্দেশে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে। ফিফার নির্বাসনে ভারতীয় ক্লাবগুলি বিদেশি ফুটবলার সইয়ের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ার কথা ভাবলেও, তেমনটা কিছু ঘটেনি। নির্বাসনের পরেও ভারতীয় ফুটবলে বিদেশি খেলোয়াড় নথিভুক্ত করা হয়েছে। আই লিগের অন্যান্য দল বিদেশি সই করাচ্ছে। ফিফার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আপত্তি জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার নির্বাসনের পর থেকে ছ'জন ফুটবলারকে সই করিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। তার মধ্যে নেপালের গোলকিপার কিরণ লিম্বুও রয়েছেন। তিনি মাজিয়া থেকে সই করেছেন রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাবে। আই লিগ এবং আইএসএলের ক্লাবগুলি ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার অধীনে থাকা অনেক ক্লাব বিদেশি ফুটবলারদের সই করায়। তাদের নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করাতে কোনও বাধা নেই। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হচ্ছে ৩১ অগস্ট। তার পর থেকে চুক্তিহীন বিদেশি ফুটবলাররাই সই করতে পারবেন।

এ দিকে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের আবেদনকেই মান্যতা দিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসক কমিটির (সিওএ) আর কোনও ক্ষমতা থাকবে না। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) নির্বাচন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগে অগাস্টের শেষ সপ্তাহে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সেই নির্বাচন হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। নির্বাচন পরিচালনা করবেন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সচিব। ৩৬ সদস্যের ভোটার তালিকা তৈরি হবে। ভারতীয় ফুটবলের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে। কারণ, নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ফিফার নির্বাসন ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে নির্বাসন তোলার পথে কিছুটা হলেও এগোল ভারতীয় ফুটবল।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:40, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111